

সুদহার কমালো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরপরই সুদের হার কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৃহস্পতিবার ৭ নভেম্বর পয়েন্ট টু ফাইভ সুদ হার কমিয়েছে। মূলত:

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন মন্ত্রিসভায় কারা আসছেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তার মন্ত্রিসভার জন্য সম্ভাব্য সদস্য ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাছাই-য়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেটি চূড়ান্ত হতে পারে। কারা থাকবেন তার নতুন মন্ত্রিসভায়? প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, অর্থনীতি, অভিবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখভালের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের সম্ভাব্য তালিকায় কোন কোন ব্যক্তি স্থান পেতে পারেন

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ০৮ ॥ সোমবার কার্তিক ২৬ ১৪৩১ ॥ জমাদিউল আউয়াল ৯, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 08 / November 11, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্কে ৪ লাখ ১২ হাজার আনডকুমেন্টেড, উৎকণ্ঠা নয়, সচেতনতা প্রয়োজন

প্রথম দিনেই ট্রাম্পের গণ ডিপোর্টেশন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসীরা। নিজের বিজয়ের দুইদিনের মাথায় অভিবাসীদের এ দুশ্চিন্তায় পারদ ঢেলে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটি গণমাধ্যমের স্বাক্ষাতকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের গণহারে প্রত্যাবসন চালাবেন জানিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাদের থাকার বৈধ অনুমতি নেই এমন মানুষদের তাড়ানো ছাড়া তার প্রশাসনের কোন বিকল্প নেই। এমনকি এদেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সেটিও বন্ধ করে দেয়া হবে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা প্রায় ১২ মিলিয়ন অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ভবিষ্যত দুশ্চিন্তা প্রকট হয়ে ওঠেছে। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড হিসেবে বসবাসরতদের জন্য গত জুনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষিত 'কিপিং ফ্যামলি টুগেদার' অভিবাসন কর্মসূচিটি আদালত অবৈধ ঘোষণা দেওয়া সেই প্রোগ্রামটিও অধরাই রয়ে গেছে। তবে নথিভুক্ত অভিবাসীদের চিন্তার কারণ নেই, শুধু সচেতনতা প্রয়োজন এমনটি পরামর্শ ইমিগ্রেশন বিশ্লেষকদের।

তথ্যমতে, শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই রয়েছেন ৪ লাখ ১২ হাজার



অনথিভুক্ত অভিবাসী। এর মধ্যে একটি অংশ বাংলাদেশী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর নিউইয়র্কে থাকা অভিবাসীদের দেওয়া অনেক সুযোগ-সুবিধার কর্মসূচিগুলো ধারাবাহিকভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী এটর্নীরা আতংকিত না হয়ে পরামর্শ দিয়ে বলছেন, ইমিগ্রেশন কিংবা কোর্টে যাদের পেপার জমা কিংবা রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে তাদের আইন মেনে চলতে এবং সচেতন থাকা উচিত। আর যারা এখনো কেইস ফাইল করেননি তাদের দ্রুত আবেদন করা প্রয়োজন।

নিউইয়সহ যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অভিবাসীর বসবাস। অভিবাসন ইস্যুতেই পক্ষে অবস্থান থাকায়, তাদের অনেকের সমর্থন ছিলো ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দিকে। অন্য সবার মতো তাদের চোখও ছিলো ভোটের ফলের দিকে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসানে যখন নিরংকুশ বিজয় লাভ করলো ডোনাল্ড ট্রাম্প, তখন নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় অনেক বাংলাদেশী।

গত ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এনবিসি নিউজের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে যাদের থাকার বৈধ অনুমতি নেই এমন মানুষদের তাড়ানো ছাড়া তার প্রশাসনের কোন বিকল্প নেই। নির্বাচনের আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের 'সবচেয়ে বড়

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

আর নয় জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় সবচেয়ে বড় প্রত্যাবর্তন হিসাবে বিবেচিত। দেশের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তার বিজয় অভিবাসী দম্পতিদের উদ্বেগে ফেলেছে।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসী ভারতীয়দের সন্তানরাও আগামী দিনে

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ভার্জিনিয়ায় এক বাংলাদেশির সাফল্যের গল্প

হোমলেস থেকে সিনেটর



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ থেকে ২০০৮ সালে পরিবারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন সাদ্দাম সেলিম। তখন সেলিমের বয়স ছিলো ১৩ বছর। এখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভাড়া বাসা থেকে উৎখাত হোন। বাসস্থান না পেয়ে অনেকটাই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হোন। স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় অনেকটাই গৃহহীন অবস্থায় কোনরকম একটি ঘরে থাকতে হয় সেলিম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এরপর ভাই ও পরিবারের সদস্যদের আয় দিয়ে কোন মতে একটি অ্যাফোর্ডেবল হাউজিংয়ের বাসা ভাড়া নেন। এর মধ্যেই নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কাজ করে পরিবারের ব্যায় ভার বহন করেছেন। এত প্রতিকূলতায় থমকে যাননি তিনি। নিজের জীবন সংগ্রামে লক্ষ্য অর্জনের দিকেই অদম্য স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে গেছেন। অনেক চরাই উৎরাই পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার ১৫ বছরের মধ্যে নিজেকে নিয়ে গেছেন সাফল্যের অনন্য উচ্চতায়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির অন্যতম সাংবিধানিক পদ সিনেটর হিসেবে ২০২৩ সালে নির্বাচিত হোন। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নতুন প্রজন্মের পথিকৃৎ হিসেবে তিনি স্থান করে নিয়েছেন বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে।

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হবে?

বিবিসির প্রতিবেদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটা বড় ইস্যু ছিল। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমালা হ্যারিস দু'জনেই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন।

মি. ট্রাম্পকে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে দেখা গেছে, নথিবিহীন অবৈধ অভিবাসীদেরকে ফেরত পাঠানো হবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প 'উস্কানি' দিচ্ছেন এমন কথা বললেও কমালা হ্যারিস অবশ্য একথাও জানিয়েছিলেন যে তিনি সীমান্ত নিরাপত্তা বিলের পক্ষে। এই বিলের আওতায় সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের জন্য শত শত কোটি ডলার বরাদ্দের বিষয়ে বলা

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সব শহরে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ঘোষিত নারীদের প্রজনন অধিকারের বিরুদ্ধে হুমকি এবং অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর নীতি ঘোষণার প্রতিবাদে নিউইয়র্কসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেন হাজারো মানুষ।

জানা গেছে নারীদের প্রজনন অধিকার নিয়ে হুমকি তৈরি হওয়া ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণহারে অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে শনিবার এ বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভে অংশ নিতে নিউইয়র্ক ও সিয়াটলসহ অন্যান্য শহরের রাস্তায় নেমে আসেন মানুষ। নিউইয়র্কে অংশ নেওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পরামর্শক গ্রুপের কর্মীরাও। তাঁরা কর্মীদের

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইনজীবীদের প্রস্তুতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক অভিবাসন দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অভিবাসন আইনজীবীরা,

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ইলন মাস্কসহ শীর্ষ ১০ ধনীর সম্পদ বৃদ্ধি

ট্রাম্পের বিজয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বাজারে। একদিকে বাড়ছে শেয়ারবাজারে সূচক অন্যদিকে ডলার ও বিটকয়েনের দাম।একদিনের ব্যবধানেই আমেরিকান শীর্ষ ১০ ধনীর সম্পদ

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে ছুরিকাঘাত অবস্থায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসে বাসা থেকে ছুরিকাঘাত অবস্থায় কেডিম গ্র্যান্ট নামে ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যাক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার দুপুরের ৯১১ এ কল পেয়ে বাসার ভেতরে সোফার ওপর

বাকি অংশ ০৬ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com



বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO



ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের সঙ্গে এ আইনের অধীন সব মামলা বাতিল হবে

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এবছর দেশ টেলিভিশনের সহযোগিতায় ৪টি ক্যাটাগরিতে ১০টি পুরস্কারের জন্য ১১জন বিজয়ীকে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ প্রদান করেছে।

শুক্রবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত ডিআরইউ-দেশ টিভি বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হচ্ছে জানিয়ে বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের সঙ্গে এ আইনের অধীন সব মামলা রহিত (বাতিল) হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিআরইউ সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড জুরি বোর্ড চেয়ারম্যান ও ডিআরইউ'র সাবেক সভাপতি এম শফিকুল করিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ও অ্যাওয়ার্ড উদযাপন কমিটির আহবায়ক খালিদ সাইফুল্লাহ।

উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ'র সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম আজাদ, মুরসালিন নোমানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন মাসুম, মনির হোসেন লিটন, মসিউর রহমান খান, মাইনুল হাসান সোহেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ড. আসিফ নজরুল বক্তব্যে বলেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সাংবাদিকদের এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন গ্রুপ নাই, একটি মাত্র সংগঠন। এই ডিআরইউ যেন কখনো দুই গ্রুপে বিভক্ত না হয়। আর এখানেই বোধহয় একমাত্র গণতান্ত্রিক-ভাবে নির্বাচন হয়েছে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকারের আমলে আমরা যখন কোথাও অনুষ্ঠান করার জায়গা পেতাম না তখন ডিআরই-উতে আসতে হতো। ডিআরইউ থেকে কখনো না শব্দটি শুনিনি।

তিনি বলেন, অনেক সাংবাদিক নেতারা, যারা সাংবাদিকও না নেতাও না তারা সাধারণ সাংবাদিকদের জিম্মি করে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি ও ক্ষমতার মালিক হয়েছেন। এ সকল মুখ চেনা ব্যক্তিকে কখনো ডিআরইউ'র নেতৃত্বে আসতে দিবেন না। কারণ তারা সাংবাদিকদের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে না। তারা সাগর রুনির হত্যার বিচারের আন্দোলন করতে করতে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উপদেষ্টা হতেও তাদের লজ্জা করেননি।

আমরা ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট বাতিলের ঘোষণা দিয়েছিলাম। এর অধীনে যত হয়রানিমূলক মামলা রয়েছে- এই অ্যাক্টটা যখন বাতিল করবো সব মামলা তখন রহিত হয়ে যাবে।

উপদেষ্টা বলেন, আমরা প্রচন্ডভাবে সাংবাদিক বান্ধব থাকার চেষ্টা করি। আমি নিজেও সাংবাদিক ছিলাম। এখনো পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকি।

তিনি বলেন, আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার মামলা করেনি। কিন্তু যারা ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারকে সমর্থন করে আন্দোলনকারীদের শক্তভাবে দমনের কথা বলেছিল- সাধারণ জনগণ বিশেষ করে যারা পরিবার হারিয়েছে, সন্তান হারিয়েছে- তারা মামলা করেছে। পেশাগত পরিচয়ের বাইরে আমরা যেন অন্য কিছু হয়ে না যাই।

আসিফ নজরুল বলেন, কেউ যদি গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অবৈধ নির্বাচনকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ্যে সমর্থন করে, ফ্যাসিস্ট সরকারকে প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন করে তাকে কী সাংবাদিক বলা যায়? এ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে বেশিরভাগ সাংবাদিকই সত্য ও ন্যায়ের পথে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বক্তব্যে বলেন, রাজধানীর পরিবেশ নিয়ে যত সংবাদ প্রকাশিত হয় তৃণমূল পর্যায়ের সংবাদ ততটা গুরুত্ব পায় না।

এখন সংবাদপত্রে পরিবেশ বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। এর পিছনে সাংবাদিকতার অবদান রয়েছে। আমাদের অনেক কাজে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকে সাংবাদিকরা। আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাংবাদিকতা যদি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ না হয় তাহলে দেশে গণতন্ত্র বলেন আর পরিবেশ রক্ষার সংগ্রামই বলেন কোনোটিই সফল হবে না। সাংবাদিকরা যেন নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা নির্ভয়ে করতে পারে সেটা সরকার নিশ্চিত করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ডিআরইউ-দেশ টিভি বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ পেলেন যারা -

প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন দৈনিক প্রথম আলোর মাহমুদুল হাসান নয়ন, দ্বিতীয় ডেইলি স্টারের আহসান হাবীব রাসেল এবং তৃতীয় (যুগ্মভাবে) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর ফারহান ফেরদৌস ও জসীম উদ্দীন হারুন।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম ডিবিসি নিউজের আদিত্য আরাফাত, দ্বিতীয় নিউজ টাইম বিডির মাসুদ মোস্তাহিদ ও তৃতীয় একাত্তর টিভির পারভেজ নাদির রেজা পুরস্কার পান।

অনলাইন মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন জাগো নিউজ ২৪ ডটকমের ইয়াসির আরাফাত রিপন, দ্বিতীয় ঢাকা পোস্টের আরাফাত জোবায়ের ও তৃতীয় জাগো নিউজের তৌহিদুজ্জামান তন্ময়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্টে পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের আবু সালেহ রনি।



'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ' কেন?

উপদেষ্টা হবার যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন: বাংলাদেশে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে কোন প্রশ্ন না করার বিধান রেখে নতুন একটি অধ্যাদেশ জারির প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪' শিরোনামে এর খসড়ায় সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদ।

খসড়াটি এখন গেজেট আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

তবে ঠিক কত দিনের মধ্যে অধ্যাদেশটি জারি হতে পারে, সেটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

"প্রয়োজনীয় সবদিক মাথায় রেখেই খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যতটুকু জানি, খুব শিগগিরই সেটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সরকারের উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা।

সরকারের পক্ষ থেকে এই অধ্যাদেশটি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন সরকারের একটি 'আইনি বৈধতা' দেয়ার জন্যেই এই অধ্যাদেশটি করা হচ্ছে।

অধ্যাদেশে উপদেষ্টা নিয়োগের কিছু শর্তও যুক্ত করা হয়েছে।

যদিও অধ্যাদেশের খসড়ায় থাকা প্রশ্ন না করার বিষয়টিকে 'দায়মুক্তি' বলে সমালোচনাও রয়েছে।

কিন্তু ঠিক কী আছে খসড়া অধ্যাদেশটিতে? তিন মাস রাষ্ট্র পরিচালনার পর সরকারই বা এখন অধ্যাদেশ জারির তাগিদ অনুভব করছে কেন?

এর আগে বাংলাদেশে যেসব 'দায়মুক্তি' অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল সেগুলোও আলোচনা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

খসড়ায় কী আছে?

নতুন যে অধ্যাদেশটির খসড়া অন্তর্বর্তী সরকার অনুমোদন দিয়েছে, সেটির একটি অনুলিপি বিবিসি বাংলার হাতে এসেছে।

সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি, মেয়াদসহ আরও বেশকিছু বিষয়ে বলা হয়েছে।

গণআন্দোলনের মুখে গত পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনার পতনের তিনদিনের মাথায় শপথ গ্রহণ করে অন্তর্বর্তী সরকার।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওই দিন থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অর্থাৎ বাংলাদেশের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের পর নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।

বিলুপ্ত হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতোই এই সরকারে রয়েছে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের পদমর্যাদা।

তবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে গঠিত এই সরকারের আকারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি অধ্যাদেশের খসড়ায়।

বলা হয়েছে, একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা যতজন নির্ধারণ করবেন, ততজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে।

এক্ষেত্রে দেশের স্বনামধন্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। এরপর প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য উপদেষ্টারা নিযুক্ত হবেন।

শপথ গ্রহণের পর সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় উপদেষ্টা পরিষদ রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

একই সঙ্গে, দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দিয়ে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা দেবে অন্তর্বর্তী সরকার।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারে এতদিন ২১ জন উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করলেও ধীরে ধীরে সেটির আকার বাড়ছে।

প্রশ্ন তোলা যাবে না

অধ্যাদেশের খসড়ায় বলা হয়েছে যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টার নিয়োগে কোনো ত্রুটি থাকলে শুধু এ কারণে তাদের কোনো কাজ অবৈধ হবে না। বিষয়টি সম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্নও তোলা যাবে না, এমনকি মামলা করা যাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যাদেশের খসড়ায় আরও বলা হয়েছে যে, সংবিধান ও আপাতত বলবৎ অন্য আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়া এবং নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবেন, সেই তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রয়োগ করা সব ক্ষমতা, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, জারি করা প্রজ্ঞাপন, আদেশ, কর্মকাণ্ড ও গৃহীত ব্যবস্থা আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষ এর বৈধতা সম্পর্কে কোনোভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন বা একে অবৈধ বা বাতিল করতে পারবে না।

উপদেষ্টা হতে পারবেন না যারা

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের নাগরিক না হলে এবং বয়স ২৫ বছর পূর্ণ না হলে তিনি উপদেষ্টা হতে পারবেন না।

কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করলেও তিনি শপথ নিতে পারবেন না।

একইভাবে, ব্যক্তি যদি কোনো আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পেয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি উপদেষ্টার পদে বসতে পারবেন না।

আর নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্তত দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং মুক্তি পাওয়ার পর পাঁচ বছর পার না হলে উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার পদে যেতে পারবেন না।

বাংলাদেশ কোলাবোরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার, ১৯৭২ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলেও তিনি উপদেষ্টা হতে পারবেন না। অর্থাৎ রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত কেউ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে থাকতে পারবেন না।

পাশাপাশি উপদেষ্টার পদে বসতে হলে ব্যক্তিকে 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না'- মর্মে সম্মতি দিতে হবে।

জরুরি অবস্থা প্রধান উপদেষ্টার হাতে

প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণের বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান অন্যান্য আইনে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রপতি কাজ করবেন।

এক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার আগে তাকে প্রধান উপদেষ্টার প্রতিস্বাক্ষর নিতে হবে।

অন্যদিকে, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে উপদেষ্টাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির কাছে নিজে লেখা ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টারা পদত্যাগ করতে পারবেন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর এবং উপদেষ্টারা মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যাদেশ আসলে কী?

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, অধ্যাদেশ মূলত এক ধরনের আইন, যেটি রাষ্ট্রপতি জারি করে থাকেন।

"সংজ্ঞা অনুযায়ী, অধ্যাদেশ হলো একটি টেমপোরারি ল (ক্ষণস্থায়ী আইন), যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর অকার্যকর হয়ে যায়," বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভেঙে গেলে বা সংসদ অধিবেশন না থাকা অবস্থায় যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন মনে করলে তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।

জরুরি পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনে জারি করার পর সেই অধ্যাদেশটি পরবর্তী সংসদ অধিবেশনের প্রথমদিনেই উত্থাপন করা হয়ে থাকে।

"এক্ষেত্রে প্রথমদিনেই সংসদ চাইলে অধ্যাদেশটিকে বাতিল করে দিতে পারে। আর যদি তারা সেটি না করে, তাহলে উত্থাপিত হওয়ার ৩০ দিন পরে অধ্যাদেশটি আপনাআপনিই বাতিল হয়ে যায়," বলছিলেন মি. মালিক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধ্যাদেশ জারি মোটেও নতুন কিছু নয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশ জারি হতে দেখা গেছে।

এখন অধ্যাদেশ কেন?

বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আইনি কাঠামোয় আনতে বা আইনি বৈধতা দিতেই 'অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার অধ্যাদেশ, ২০২৪' শিরোনামে অধ্যাদেশ জারি হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন আইনজীবীরা।

"বাংলাদেশে এখন একটি বিশেষ সরকার কাজ করছে, যেটি গঠিত হয়েছে একটি বিশেষ অবস্থায়," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

তার কথা সূত্র ধরে সুপ্রিম কোর্টের আরেক আইনজীবী ও বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বলেন, "কাজেই শপথ নেওয়ার পরে সাংবিধানিক ও আইনগত বৈধতার জন্য অবশ্যই উনারা (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) এই অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।"

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে গত পাঁচই অগাস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে চলে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এরপর আটই অগাস্ট ক্ষমতা গ্রহণ করে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ওই সরকার গঠনের আদেশ দেন। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে কিছু বলা নেই।

এর আগে এক সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা ছিল। কিন্তু বিগত আওয়ামী শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করা হয়।

ফলে বর্তমানে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা এবং প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ বলে কিছু আসলে নেই।

সেই কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি ভিত্তি নিয়ে পরবর্তীতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

এর মধ্যেই সরকার আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমনকি, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের বিষয়েও বিভিন্ন সময় সরকারের ভেতর থেকে কথা বলতে দেখা দেখা গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে "অবৈধ" আখ্যা দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ।

"ইউনূসের উপদেষ্টা পরিষদ অবৈধ ও অসাংবিধানিক। কাজেই তাদের জারি করা সকল প্রজ্ঞাপন, ঘোষণা বা পদক্ষেপ অবৈধ ও ভিত্তিহীন," সম্প্রতি নিজের ফেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে লিখেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতির ছেলে সজীব ওয়াজেদ।

অন্যদিকে, বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সংস্কারের কথা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদে সেগুলোর জন্যও 'অসাংবিধানিক' বিতর্কের অবসান চান তারা।

"যেহেতু দেশের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই সরকার কাজ শুরু করেছে, সুতরাং সেই কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সুবিধার্থে তারা এ ধরনের অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন," বলেন মি. কামাল।

'প্রশ্ন না করতে পারা' নিয়ে প্রশ্ন

অনেকে সাধুবাদ জানালেও খসড়া অধ্যাদেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ।

-"বলা হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার ও তাদের কাজকর্ম নিয়ে কোনোভাবেই প্রশ্ন তোলা যাবে না। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করা না গেলে তো বলতে হবে এটা ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শে সরকার গঠিত হওয়ার পর নতুন করে অধ্যাদেশ জারি করার দরকার নেই বলে মনে করেন তিনি।

আমি তো মনে করি এটার দরকার নেই। তারপরও তারা এটি চাচ্ছেন কেন? তাহলে কী ধরে নিবো যে, তারা বুঝেশুনে এমন কোনো অন্যায় করেছেন বা করতে যাচ্ছেন, যার কারণে এমন অধ্যাদেশ জারি করার কথা ভাবতে হচ্ছে?" প্রশ্ন তোলেন মি. পান্না।

তিনি আরও বলেন, "এটা অনেকটা নিজের চরিত্রের বিষয়ে নিজেই সার্টিফিকেট দেওয়ার মতো অবস্থা। আমি এটাকে ইনডেমনিটি মনে করি। এর আগেও কোনো ইনডেমনিটি টেকেনি, এটাও টিকবে না।"

তবে আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া অবশ্য কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করছেন।

"প্রশ্ন করা যাবে মানে এই নয় যে, তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) যা ইচ্ছা তাই করবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. বড়ুয়া।

সরকার কী বলছে?

সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করার সুবিধার্থে অধ্যাদেশ জারি করা প্রয়োজন মনে করলেও বৈধতার প্রশ্নে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গে কিছুটা ভিন্ন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন

পেন্টাগনে বড় ধরনের অস্থিরতার আভাস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে আবারো ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায়, প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনে বড় ধরনের অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ট্রাম্প আমেরিকান নাগরিকদের সুরক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারেন বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা।

হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন প্রত্যাবর্তনে প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনে বড় ধরনের অস্থিরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাম্প আমেরিকান নাগরিকদের সুরক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃথক সত্তাকে ক্ষুণ্ন করে সরাসরি তাঁর অনুগত করে ফেলতে পারেন। প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তাঁর নেওয়া নানা পদক্ষেপের কারণে এমনটা মনে করা হচ্ছে। তখন তিনি ক্রমাগত নানা নিয়ম ভেঙেছেন এবং পেন্টাগনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন। তাদের অনেকেই ছিলেন ট্রাম্পেরই নিয়োগ দেওয়া চাকরিজীবী।

বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, পেন্টাগনের পেশাদার কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজনীতি এড়িয়ে চলতে চান। তাদের অনেকেই এখন ট্রাম্পের প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে আতঙ্কে আছেন। তারা আশঙ্কা করছেন, ট্রাম্প বিশৃঙ্খল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা তাদের চাকরি চালিয়ে যাওয়া কঠিন করে তুলবে। সময় বদলালেও ট্রাম্পের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁকে বারবার বলতে দেখা গেছে, 'ঘরের শত্রু'দের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া তিনি ২০২১ সালে বিশৃঙ্খলা করে আফগানিস্তান ছাড়ার জন্য দায়ী সেনা কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করবেন।

চ্যাপেল হিলে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার অধ্যাপক ও সামরিক বিশেষজ্ঞ রিচার্ড কন বলেন, দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সামরিক বাহিনী যে সবচেয়ে বড় বিপদ মোকাবিলার শঙ্কা করছে, তা হলো দ্রুত সময়ে তাদের পেশাদারিত্ব ধ্বংসকরণ, যা বাহিনীটির মানকে খাটো করবে এবং তাদের প্রতি মার্কিনিদের যে সম্মান আছে, তা ক্ষুণ্ন করবে।



ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিতে বিপাকে লাখো ভারতীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হলে ঘোর অনিশ্চয়তার সামনে পড়তে পারে অন্তত আড়াই লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতের ভবিষ্যৎ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রচারে বারবার বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সব থেকে বড় নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করবেন তিনি। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, আমেরিকায় বসবাস-কারী অন্তত ১০ লক্ষ ভারতীয় গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় রয়েছেন। যার জন্য অন্তত ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হবে তাদের। হিসেব অনুসারে ৫ লক্ষ ভারতীয়ের গ্রিন কার্ড না পেয়েই মৃত্যুবরণ করলেও, ট্রাম্পের আনা নতুন আইনে আমেরিকায় জন্মেছে এমন আনুমানিক আড়াই লক্ষ অভিবাসীর নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে। এতে আশঙ্কা বাড়ছে যুকত্রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় ব ংশোদ্ভূতদের মধ্যে।

ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টায় অভিযুক্ত আফাগান নাগরিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার কথিত ইরানি ষড়যন্ত্রের ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বলেছে, ফরহাদ শাকেরি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানিয়েছেন, গত ৭ অক্টোবর ট্রাম্পকে হত্যার জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে আইআরজিসির বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ট্রাম্পকে হত্যার কোনো পরিকল্পনা ছিল না বলে দাবি করেন তিনি। শাকেরি শৈশবেই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। ডাকাতির অপরাধে ১৪ বছর কারাগারে কাটানো-র পর ২০০৮ সালের দিকে তাকে নির্বাসিত করা হয়।

ট্রাম্পের ২০২০ সালের নির্বাচনী মামলা স্থগিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নবনির্বাচিত ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হওয়া চার বছর আগের একটি মামলা স্থগিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। শুক্রবার আদালতে ফেডারেল প্রসিকি-উটররা জানান, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ট্রাম্পের অভূতপূর্ব বিজয় বিচারকার্য কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নির্ধারণে সময় লাগবে। তাই ট্রাম্পের মামলার শুনানির যে দিন ধার্য করা হয়েছিল, তা স্থগিতের আবেদন করা হয়।

শুক্রবার আদালতে ফেডারেল প্রসিকিউটররা জানান, হোয়াইট হাউজে ট্রাম্পের আসন্ন অভূতপূর্ব প্রত্যাবর্তন পরিস্থিতি এবং বিচার বিভাগের নীতি মেনে কীভাবে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়া যায়, তা নির্ধারণে সময় লাগবে। তাই ট্রাম্পের মামলার শুনানির যে দিন ধার্য করা হয়েছিল, তা স্থগিতের আবেদন করা হয়। পরে জেলা বিচারক তানিয়া চুটক্যান এ আবেদন মঞ্জুর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭০ সালের বিচার বিভাগীয় নীতিমালা অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কোনো মামলার বিচার করা যায় না। মূলত এই নীতিমালার কারণেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার শুনানির দিন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন বিচারক। ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে পরাজয়ের পর ভোট সংগ্রহ ও সার্টিফিকেশন বাধাগ্রস্ত করায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে গত বছর চারটি ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়। যদিও এসব অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ট্রাম্প। বাইডেনের বিজয় উল্টে দিতে ট্রাম্প সমর্থকরা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হোয়াইট হাউজের কাছে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর ক্যাপিটলে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। এরপর জ্যাক স্মিথ গতবছর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচন নিয়ে ফৌজদারি মামলা করেছিলেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার ২ সেকেন্ডেই জ্যাক স্মিথকে বরখাস্ত করবেন তিনি।

নিউইয়র্কের এক বাসিন্দাকে হত্যায় অভিযুক্ত ২ ইহুদি-আমেরিকান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাসিন্দা ইরানিয়ান আমেরিকান সাংবাদিককে হত্যা চেষ্টার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে দুই ইহুদি আমেরিকানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস এক বিবৃতিতে জানায়, ইরানের বংশোদ্ভুত আমেরিকান নাগরিক মসিহ আলিনেজাদকে হত্যার দায়ে ব্রুকলিন পপ কার্লিসেল রিভেরা এবং স্টেটেন আইল্যান্ডের জোনাথন লোহোল্টকে একটি ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। হত্যাচেষ্টায় ইরানি সম্পৃক্ততা আছে উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক বি-গার‍্যলান্ড বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ইরান একটি মারাত্মক হুমকি।



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রে চালকের আসনে ট্রাম্প

> বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাইডেনের চেয়ে বরং তিনি আরও কট্টর ইসরায়েল সমর্থক। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আশাবাদী হওয়া কঠিন।

হোয়াইট হাউসে যাচ্ছেন ডনাল্ড জন ট্রাম্প। এবারই প্রথম নয়। ২০১৭-২০২১ মেয়াদে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই মেয়াদকালে তার কর্মকান্ড নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আচার-আচরণের কারণে নিজ দেশেই ট্রাম্প কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েন। তার নেওয়া কিছু পদক্ষেপের কারণে বিশ্বনেতাদের মনে এক ধরনের সন্দেহ আছে।

ট্রাম্পের মেয়াদ শেষে ২০২০ সালের নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। অভিযোগ আছে নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারী জো বাইডেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট ঘোষণার দিন মার্কিন কংগ্রেস ভবনে হামলা চালিয়েছিল ট্রাম্প সমর্থকেরা। তিনি হোয়াইট হাউসে বক্তৃতায় তার সমর্থকদের মিছিল নিয়ে ক্যাপিটল হিলের দিকে যেতে বলেছিলেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের একটি আদালত ব্যবসায়িক নথিপত্রে তথ্য গোপনের অভিযোগে করা একটি মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তারপরও আমেরিকান জনগণ এবার তাকেই বেছে নিয়েছে। নাগরিকদের ভোটই শেষ কথা। তিনি আরেক দফা যুক্তরাষ্ট্রের চালকের আসনে বসছেন।

২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির নারী প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন রিপাবলিকান ট্রাম্প। মাঝে জো বাইডেনের কাছে হারেন। এবার ডেমোক্রেটিক পার্টির নারী প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে পরাজিত করলেন। রিপাবলিকানরা এবার ইউএস পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ তো নিচ্ছেই, প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসেও আধিপত্য অর্জন করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমেরিকার জনগণের জন্য এটি চমৎকার জয়। এটা আমাদের আমেরিকাকে আবারও মহান করার সুযোগ দেবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ বিশ্বজোড়া। কেউ পছন্দ করুক আর না করুক, বিশ্বের মোড়লের আসনে আসীন হয়ে আছে আমেরিকা। দেশটির নীতি বিশ্বের অনেক কিছুকে প্রভাবিত করে, অনেক কিছুকে ওলটপালট করে দেয়। পশ্চিমা বিশ্ব আমেরিকার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে কে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সেটা জানবার আগ্রহ যেমন বিশ্ববাসীর থাকে, তেমন দেশটিতে প্রেসিডেন্ট বদলালে পৃথিবীতে কী পরিবর্তন আসবে সেটাও মানুষ জানতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বদলেছে। এতে পৃথিবীতে আসলে কি পরিবর্তন হবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় যেই আসুন না কেন তাতে দেশটির পররাষ্টনীতি বদলায় না। হয়তো আচরণগত পরিবর্তন হবে। ট্রাম্প বলেছেন, তার কাছে আমেরিকাই প্রাধান্য পাবে। এই ভাষ্য বিশ্ববাসীকে খুব বেশি আশান্বিত করতে পারছে না।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির কি উন্নতি হবে? মনে হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাইডেনের চেয়ে বরং তিনি আরও কট্টর ইসরায়েল সমর্থক। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আশাবাদী হওয়া কঠিন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কী হবে সেটা একটা প্রশ্ন। অনেকের ধারণা, বাইডেন প্রশাসনের মতো উজার করে ইউক্রেনকে সহায়তা দেবেন না ট্রাম্প। তাতে কি যুদ্ধের অবসান হবে? কেউ কেউ মনে করছেন, ট্রাম্পের মেয়াদে হঠাৎ করে যুদ্ধের অবসান হতে পারে। তবে সেটা হলে রাশিয়ার বিজয় হবে। রাশিয়ার বিজয় দেখতে পশ্চিমারা কতটা প্রস্তুত সেটা একটা প্রশ্ন।

বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রভাব কী হবে সেটা নিয়ে অনেকের ভাবনা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট বদলানোতে হয়তো আচরণগত পরিবর্তন আসবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।

আমরা চাই, পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমরা আশা করব, শান্তির জন্য বিশ্ববাসীর গভীর আকঙ্খা যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

সফলতার ২৮ বছর বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

অন্তর্বর্তী সরকারকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে জড়িয়ে দুর্বল করা হচ্ছে

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ



শহীদুল্লাহ ফরায়জী

বিশ্বের সংগ্রাম-লড়াইয়ের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশে। মৃত্যুকে সংবর্ধিত করা, ভয়কে তুচ্ছ করার বিস্ময়কর ইচ্ছা শক্তির জোরে ছাত্র-জনতার অসামান্য দৃঢ়তা, পরাক্রমশালী ও ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শোষণ, নিপীড়ন ও অমর্যাদার শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলার জন্য নির্বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা অবিশ্বাস্য সাহসিকতায় রাজপথে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল। দু'হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দাঁড়িয়ে বুলেট গ্রহণের উৎসব, মা এবং সন্তান হাতে হাত ধরে সশস্ত্র শক্তির সামনে নিঃশঙ্ক চিত্তে মিছিলে যোগদান, রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি বিরল ঘটনা।



জুলাই-আগস্টে রাজনৈতিক লড়াইয়ের তীব্রতায়, গণমানুষের সম্পৃক্ততায় যখন আন্দোলনের স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এবং অজস্রতায় অত্যুচ্চ রূপ লাভ করেছিল, সেই অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে গণঅভ্যুত্থানকে অনিবার্য করে তোলে। দেশের সকল মানুষের অসাধারণ লড়াইয়ের প্রেরণায় অসাধ্য সাধনে আমরা জয়লাভ করি। এখনো আমরা জুলাই গণহত্যার ভয়াবহতা প্রকাশ করতে পারিনি। সাঁজোয়া যান থেকে আহত ছাত্রকে ছুড়ে ফেলে দেয়া, আহত এবং জীবন্ত অবস্থায় লাশ পুড়ে ফেলাসহ-নির্বিচার হত্যাকারীদের অনেককেই যেমন শনাক্ত করতে পারিনি তেমনি কে বা কারা আন্দোলনে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান না করতে বর্বরোচিত নির্দেশ দিয়েছিল, এবং কারা কারা সেই নির্দেশ অনুসরণ করেছিল তাদেরকেও আমরা আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে পারিনি। কতোজন আহত আর কতোজন বাকি জীবন সূর্যের আলো দেখবে না- তাও আমরা সুস্পষ্ট করতে পারিনি। আহতদের বিশেষ করে দৃষ্টিহীনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কী ভাবছে তাও এখনো জানা যায়নি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর কতো লক্ষ গুলি বর্ষিত হয়েছে তাও প্রকাশ করা দরকার।

আমাদের সন্তানরা জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে বেঁচে থাকার পরিসর অবারিত করে দিয়ে গেছে, আর আমরা তাদেরকে ভুলে গিয়ে, ক্ষমতার প্রতিযোগী হয়ে গেলে নিজেরাই অভিযুক্ত হয়ে পড়বো। এর মাঝে কতো অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ককে আমরা হাজির করছি। প্রশ্ন উঠেছে- গণঅভ্যুত্থানে সৃষ্ট সরকারের বৈধতা নিয়ে। যখন জনগণের সম্মতিতে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল, তখন ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতার আত্মবিলদান এবং প্রজাতন্ত্রের সকল জনগোষ্ঠীর নৈতিক সমর্থন- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বৈধতা দিয়েছে। সংবিধানবিরোধী অবৈধ সরকারকে উৎখাত করাই হচ্ছে বৈধ এবং আইনসম্মত।

মালিকানার সূত্রে জনগণের ক্ষমতা প্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তর- অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অর্থাৎ রক্ত বা ব্যালট দিয়ে যে সরকারই নির্ধারণ করা হোক- তা কোনোক্রমেই সীমাহীন নয়। জনগণের ক্ষমতা কাউকেই অনির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না। কারণ যে ক্ষমতা সময়ে-সময়ে জনগণের কাছে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ বিনষ্ট করে তা জনগণের মালিকানাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। ফলে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রচণ্ড সংঘাত, সংঘর্ষ ও রক্তপাত অতিক্রম করে আবির্ভূত হয়েছে সেহেতু সরকারকে ক্রমাগতভাবে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে হবে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার এবং নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। অন্তর্ভুক্ত জনগণের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় নিতে হবে। জনগণের আবেগ এবং অনুভূতিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সামাজিক ইচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে সরকারের প্রতিটি কর্মে। জনপ্রিয়তা বা গণসমর্থন কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়, বরং সতত পরিবর্তনশীল। যেহেতু রাষ্ট্র এবং সরকার জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে, সেহেতু সকল ক্ষেত্রে সরকারের বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে সরকারকে জনগণ ভালোবাসা ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে সংরক্ষণ করবে না। সম্মতি মানে নিঃশর্ত নয়। বাংলাদেশ যেহেতু রাজতান্ত্রিক বা অভিজাত তান্ত্রিক নয়, সেহেতু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অভিপ্রায় এবং আনুগত্যকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের মনন, চিন্তার স্তর, জটিল প্রকৃতি, বিভেদ, অনৈক্য, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পথ চলতে হবে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দিলে বা অতীতের মহান অর্জন যা জনগণের গভীর মনস্তত্ত্বে গ্রথিত হয়ে আছে তা সরিয়ে দিলে জনগণ তীব্র প্রতিবাদ করবে, রক্ত দিয়ে পুনরায় প্রতিহত করবে।

বিদ্যমান বাস্তবতা কোনো কোনো অতিবিপ্লবীর বিবেচনায় থাকছে না। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে জড়িয়ে দুর্বল করা হচ্ছে, জনসমর্থনে ফাটল ধরানো হচ্ছে, যা অপশক্তির ষড়যন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করছে।

এবার একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। দেশের একজন প্রথিতযশা চিন্তাবিদ বলেছেন- এই যে সরকার, সেটা সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার। এই সরকার এখনো পর্যন্ত টিকে আছে, যেহেতু আমাদের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান একজন ভালো মানুষ এবং তিনি সাপোর্ট করে যাচ্ছেন বলে। তিনি যদি সমর্থন না করেন এই সরকার পড়ে যাবে। তার শুভবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে সরকার দাঁড়িয়ে আছে। ফলে সেনা-সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার চাই না। আমাদের সৈনিকেরাও চায় না। তিনি আরও বলেছেন- 'অবিলম্বে এই সংবিধান বাতিল করে, সেনাবাহিনী সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে- পরিপূর্ণ স্বাধীন সরকার হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।'

উল্লেখ থাকে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সৃষ্টি হয়েছে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং এই গণঅভ্যুত্থানের সমর্থনে সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সেনা সমর্থন দেয়া অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং অযৌক্তিক বক্তব্য। কারণ গণতান্ত্রিক স্বদেশ বা প্রজাতন্ত্রের জন্য আমাদের সেনাবাহিনী '৭১ সালে লড়াই করেছিল বীরত্ব ও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে। তাদের সমর্থন থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বেরিয়ে আসার নৈরাজ্যকর এক পরিস্থিতি জন্ম দেবে, যা কারও কাম্য নয়। 'রাষ্ট্রকাঠামো' বা 'পরিবর্তন' একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তা মানতেই হবে।

উক্ত চিন্তাবিদ নিজেই বলেছেন- 'সেনা-সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকার পড়ে যাবে।' আবার তিনিই দাবি করছেন, 'সেনা-সমর্থিত সরকারের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে'। সেনাবাহিনী প্রজাতন্ত্রের তথা রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর অংশীজন। জনগণের সরকারকে সমর্থন না দিয়ে সেনাবাহিনী নির্বিকার হয়ে বাইরে অবস্থান করলে আজকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্র টিকে থাকবে কিনা তা ভেবে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! বিরাজিত বাস্তবতায় সেনা-সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঝুঁকিতে পড়বে কি না- এসবের কোনো কিছুই বিবেচনায় না নেয়া রাষ্ট্রের জন্য কতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না।

সংবিধান বাতিল করে সেনা-সমর্থন প্রত্যাহার করলেই সরকার স্বাধীন হয়ে যাবে, এটা রাষ্ট্রের কাঠামোগত দর্শনের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইতিহাসের আলোকে রাষ্ট্রের অপরিবর্তনীয় কিছু কাঠামো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ নয়, বৈধ সরকারের প্রতি তার আনুগত্য নিশ্চিত করার মধ্যদিয়েই সরকার স্বাধীন হবে। কোনো ধরনের শূন্যতায় গণবিরোধীদের বড় ধরনের উস্কানির পথ প্রশস্ত করে কিনা, অপশক্তির উত্থানকে ত্বরান্বিত করে কিনা, তা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে বিবেচনায় নিতে হবে।

আমরা দখলদার অবৈধ সরকারকে উৎখাত করেছি। পূর্ববর্তী ফ্যাসিবাদী সরকার সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে ও অনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। এজন্য খুনি সরকার পরিবর্তন করে, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দখলকৃত প্রতিষ্ঠানকে জনগণ রক্ত দিয়ে রাহুমুক্ত করেছে। সুতরাং এই বঙ্গভবন, গণভবন- জনগণের এবং রাষ্ট্রের। বঙ্গভবনে শপথ নিলেই সরকার বিপ্লবী হয় না, কিংবা শহীদ মিনারে শপথ নিলেই কেউ বিপ্লবী হয়ে যাবে- এমন ধারণা কোনোক্রমেই প্রাসঙ্গিক নয়। বিশ্বব্যবস্থায় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যে শর্ত অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার পূরণ করেছে। একদিনে এককভাবে কোনো রাষ্ট্র- রাষ্ট্রের বিধি, নিয়ম-শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলতে পারবে না, এর মাঝেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পাদন করতে হবে। এই বিদ্যমান বাস্তবতা থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার হস্তান্তর নয়, রূপান্তর করতে হবে। জনগণকে অবশ্যই আদর্শিক এবং নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত রাখতে হবে। ক্রমাগতভাবে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। ঘোষণা দিলেই রাষ্ট্রের মৌলিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যায় না, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিলোপ ঘটে না, তার জন্য দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

আজকের বিশ্বব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধান বা কনস্টিটিউশন রয়েছে। ১৯৭১ সালে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছিল- এ ভূখণ্ডের মানুষের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান রচনার জন্য। সুতরাং সারা বিশ্বব্যাপী, এমনকি মুক্তিকামী মানুষের কাছেও কনস্টিটিউশন বা সংবিধান কাম্য। সংবিধানকে গঠনতন্ত্র বলার ব্যক্তিগত মনোভাব যেকারও থাকতেই পারে কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত 'সংবিধান'কে গঠনতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয় আলোচনা নয়।

বাংলাদেশ বিশ্ব রাজনীতির অংশ, বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের সকল অংশের সঙ্গে সেনাবাহিনীরও নিরঙ্কুশ সমর্থন অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে, অবাস্তব বা নৈরাজ্যকর এমন কোনো চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় বা উস্কে দেয়া যাবে না, যা রাষ্ট্র বা সরকারকে বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

রক্তস্নাত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রজাতন্ত্রের সকলকে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক সমর্থন দিতে হবে।

লেখক: গীতিকবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি ও পর্যালোচনা



যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনার নির্বাচনী প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার পরিকল্পিত পরিবর্তনগুলো তার প্রথম মেয়াদের কঠোর পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে আরো কঠোর হতে যাচ্ছে এমনটি আশংকা রয়েছে। এতে উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের গণবহিষ্কার, অভিবাসন প্রয়োগে সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততা, কর্মক্ষেত্রে অভিযানের সম্প্রসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত প্রাচীরের আরো প্রসারণ। ট্রাম্পের এই প্রস্তাবিত এজেন্ডা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যা অনথিভুক্ত অভিবাসীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে এবং নতুন অভিবাসীদের প্রতি জাতির দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃসংজ্ঞায়িত করবে। তার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো প্রথম মেয়াদের কঠোর পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে আরো কঠোর হবে। তিনি ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের অভিযান এবং সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের গণবহিষ্কার শুরুর পরিকল্পনা করছেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে সীমান্ত প্রাচীর প্রসারিত করার জন্য ফেডারেল সম্পদ ব্যবহার করা হবে। ট্রাম্পের অভিবাসনের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি ২০১৫ সালে তার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকেই তার রাজনৈতিক কর্মজীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করেছে। এই বিষয়ে তার বক্তব্য উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে যে তার অভিবাসন এজেন্ডা বর্ণগত বিশুদ্ধতার একটি আদর্শিক কল্পনায় নিহিত। গত বছরের ডিসেম্বরে এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে আসা অভিবাসীরা আমাদের দেশের রক্তকে বিষাক্ত করছে। গত মাসে, তিনি বলেছিলেন যে যারা হত্যাকাণ্ড ঘটায় তাদের 'খারাপ জিন' রয়েছে। ট্রাম্পের প্রস্তাবগুলো বৈধতা, নৈতিকতা এবং এই ধরনের একটি ব্যাপক দমনমূলক ব্যবস্থার সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। ইমিগ্র্যান্ট রাইটস নেতৃবৃন্দ সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে, তার কৌশলগুলো নাগরিক অধিকার এবং মানবিক বাধ্যবাধকতার জন্য মৌলিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ট্রাম্প প্রচারণা অভিবাসন এবং সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে বাড়তে থাকা জনসাধারণের অসন্তোষকে পুঁজি করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার পরিকল্পনাগুলোকে একটি জাতীয় সংকটের প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় হিসেবে উপস্থাপন করছেন।

গণবহিষ্কার

ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের গণবহিষ্কারের পরিকল্পনা করছেন। তিনি 'আমেরিকান ইতিহাসের বৃহত্তম গার্হস্থ্য বহিষ্কার অভিযান' চালানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। এর মানে হতে পারে অনুমানিত ১১ মিলিয়ন লোককে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে একটি প্রচেষ্টা, যারা অননুমোদিত অবস্থায় দেশে আছেন। তার প্রশাসন ত্বরান্বিত অপসারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে চায়। এই আইন সাধারণ আইনি শুনানি ছাড়াই প্রশাসনকে দ্রুত বহিষ্কারের অনুমতি দেয়। ট্রাম্প জোর দিয়ে বলছেন যে, এই ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে রয়েছে এবং নতুন আইন প্রয়োজন হবে না। তিনি যুক্তি দেন যে গণবহিষ্কার আমেরিকান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং চাকরির অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে উপকৃত হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর আকস্মিক অপসারণ অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করবে, বিশেষ করে কৃষি এবং আতিথেয়তার মতো শিল্পে যেখানে অনথিভুক্ত শ্রমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

অভিবাসনের জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহার

ট্রাম্পের অভিবাসন প্রয়োগের জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহার করার প্রস্তাব অনথিভুক্ত অভিবাসীদের প্রতি ফেডারেল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি চিহ্নিত করে। ১৭৯৮ সালের এলিয়েন এনিমিস অ্যাক্ট এবং ইনসারেকশন অ্যাক্ট উদ্ধৃত করে তিনি দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসীদের ধরতে সহায়তার জন্য ফেডারেল সৈন্য মোতায়েন করার পরিকল্পনা করছেন। গার্হস্থ্য আইনপ্রয়োগে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে গুরুতর আইনি এবং নৈতিক উদ্বেগ উত্থাপন করে। ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি বিদেশে অবস্থানরত হাজার হাজার সৈন্যকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে স্থানান্তর করবেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি ফেন্টানাইল এবং ফেন্টানাইল পূর্ববর্তী রাসায়নিকগুলো দেশে প্রবেশ করা থেকে রোধ করতে নৌবাহিনী মোতায়েন করবেন।

কর্মক্ষেত্রে অভিযান

দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসন অনথিভুক্ত অভিবাসীদের চিহ্নিত এবং আটক করার একটি পদ্ধতি হিসেবে কর্মক্ষেত্রের অভিযানের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে। এই কৌশল অননুমোদিত শ্রমিকদের নিয়োগ করে এমন শিল্পগুলোকে লক্ষ্য করে প্রতিদিনের সেটিংসে অভিবাসন আইনগুলোর দৃশ্যমানতা এবং প্রয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে। ট্রাম্প বলেছেন যে এই অভিযানগুলো শুধু অননুমোদিত কর্মসংস্থানকে নিরুৎসাহিত করবে না বরং শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে এবং আমেরিকান শ্রমিকদের উপকৃত করবে।

সীমান্ত প্রাচীরের সম্প্রসারণ

সীমান্ত প্রাচীর প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ হল ট্রাম্পের অভিবাসন এজেন্ডার আরেকটি প্রধান বিষয়, যা তার সমর্থকদের মধ্যে গভীরভাবে অনুরণিত হয়। মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত প্রায় ২ হাজার মাইল দীর্ঘ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে মার্কিন সরকার ৫০০ মাইলের কম সীমান্ত প্রাচীর তৈরি করেছিল এবং এর বেশির ভাগই পুরোনো ভাঙা ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করেছিল। ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলীয় প্ল্যাটফর্মে গত জুলাই মাসে বলা হয়েছে, 'আমরা সীমান্ত প্রাচীর সম্পূর্ণ করবো।' ট্রাম্প নতুন সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ করতে সামরিক তহবিল পুনঃনির্দিষ্ট করার পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মেক্সিকোতে থাকুন নীতি পুনঃস্থাপন

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে চালু করা 'মেক্সিকোতে থাকুন' নীতি পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই নীতি, আনুষ্ঠানিকভাবে মাইগ্র্যান্ট প্রোটেকশন প্রোটোকল নামে পরিচিত, দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা এবং আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ করা অভিবাসীদের তাদের মামলা শোনা পর্যন্ত মেক্সিকোতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের সময়, এটি ৬৫ হাজারের বেশি অ-মেক্সিকান অভিবাসীর মেক্সিকোকে উত্তরে অস্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পেতে বাধ্য করেছিল।

বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট

ট্রাম্প ১০ হাজার নতুন বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট নিয়োগের পরিকল্পনা করছেন। এটি একটি কঠিন কাজ হতে পারে। কারণ ইউএস বর্ডার পেট্রোল কম মনোবল এবং অর্থায়নের সমস্যার কারণে বিদ্যমান অবস্থান পূরণ করতে সংগ্রাম করেছে। ট্রাম্প সংস্থার মধ্যে নিয়োগ এবং ধরে রাখার উন্নতির জন্য বেতন বৃদ্ধি এবং বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ট্রাম্পের পরিকল্পনা বর্ডার পেট্রোলকে ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে এবং কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। যাই হোক, প্রচারাভিযানটি কীভাবে প্রয়োজনীয় তহবিল সুরক্ষিত করবে তা স্পষ্ট করেনি। ফেব্রুয়ারিতে, কংগ্রেসে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা একটি সীমান্ত সুরক্ষা চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, যা দেড় হাজারের বেশি বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট এবং অভিবাসন কর্মীদের যুক্ত করবে এবং অভিবাসন বিচারক এবং আশ্রয় কর্মকর্তাদের তালিকা প্রসারিত করবে। রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প রিপাবলিকানদের বলার পর বিলটি মারা যায় যে, নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে।

জন্মগত নাগরিকত্বের সমাপ্তি

অফিসে ফিরে আসার প্রথম দিন ট্রাম্প, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের নাগরিকত্ব প্রদান করার দীর্ঘস্থায়ী সংবিধানিক নীতি বাতিল করে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে, তিনি ফেডারেল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেবেন যে, যে কোনো শিশু যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তার কমপক্ষে একজন পিতা-মাতা একজন আইনত স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিক হওয়া উচিত। সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী সব নাগরিকের জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে নিশ্চিত করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী সব ব্যক্তির নাগরিকের অধিকার রয়েছে।

অভিবাসীদের জন্য আদর্শিক স্ক্রিনিং

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে যেভাবে অভিবাসীদের কঠোর আদর্শিক স্ক্রিনিংয়ে বাধ্য করতে চান। তিনি বলেছেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চান এমন লোকদের জন্য একটি 'চরম ভেটিং প্রক্রিয়া' শুরু করবেন। এতে এমন একটি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা বিদেশে আমেরিকানদের স্বার্থরক্ষা এবং দেশের মূল্যবোধ রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

অভিবাসনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি এবং প্রস্তাবগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এবং এর মানবিক প্রভাব সম্পর্কে গভীর উদ্বেগের কারণ। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে তার কঠোর পদক্ষেপগুলো দেশের সামাজিক সংহতি এবং অর্থনীতিতে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো গণবহিষ্কার, সামরিক সম্পৃক্ততা এবং কর্মক্ষেত্রে অভিযানের সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উপরন্তু ট্রাম্পের প্রস্তাবিত নীতিগুলো আইনসংগত বাধার সম্মুখীন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জন্মগত নাগরিকত্বের সমাপ্তি, একটি সাংবিধানিক অধিকার পরিবর্তন করার জন্য আইনি চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতিগুলোর সমর্থকরা যুক্তি দেন যে, এই পদক্ষেপগুলো প্রয়োজনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং সামাজিক কাঠামো রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসন নীতির সম্ভাব্য প্রভাবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে, এটি স্পষ্ট যে, তার প্রস্তাবগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান উপস্থাপন করবে। এই নীতিগুলো আইনগত এবং নৈতিক প্রশ্নগুলোকে উত্থাপন করে এবং জাতি, অর্থনীতি এবং মানবাধিকারের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অজানা রয়ে গেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত অভিবাসন নীতি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায় না, বরং এটি আইনগত ও মানবাধিকার সংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নও উত্থাপন করে। গণবহিষ্কারের পরিকল্পনা, সামরিক বাহিনী ব্যবহারের প্রস্তাব, এবং কঠোর সীমান্ত সুরক্ষা কার্যক্রম মানবাধিকারের মৌলিক নীতিগুলোর প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে, যেসব অভিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং যাদের পরিবার এখানে গড়ে উঠেছে, তাদের ওপর প্রভাব ও ট্রমা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা উদ্বেগজনক।

অভিবাসনের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিগুলোর প্রতি অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্পের পরিকল্পনা মানবিক মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এ ধরনের কঠোর আইনগত পদক্ষেপগুলো মৌলিক অধিকারগুলোর লঙ্ঘন করতে পারে এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এর ফলে সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং বিভাজনের সৃষ্টি হতে পারে, যা দেশের অভিবাসন নীতি ও জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের সংকট নিয়ে আসবে। সুতরাং, ট্রাম্পের অভিবাসন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুধু একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়, বরং এটি আইন এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে, যা আগামী দিনের মার্কিন সমাজের জন্য একটি কঠিন ও বিতর্কিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আইনি সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।



বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী-প্রত্যাশী লোকজন পায়ে হেঁটে মেক্সিকো চিয়াপাস রাজ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার চেষ্টা করছেন। ছবি এফপি, ৫ নভেম্বর ২০২৪।

অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হয়েছে।
প্রশ্ন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ভূমিকা কী? যদি অভিবাসী না থাকে তাহলে তার কী প্রভাব পড়তে পারে দেশটিতে?
যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা
অভিবাসী না থাকলে আমেরিকার জনসংখ্যা অনেক কম হবে। দেখা গেছে, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি। সেই তথ্য বলছে, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী চার কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন যা মোট জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ।
এই তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে মেক্সিকো থেকে আসা মানুষ। সেখানকার এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। অন্যদিকে, সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ২৮ লক্ষ এবং চীন থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ লক্ষ।
প্রসঙ্গত, অভিবাসী কর্মচারীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার কমে যাওয়ার ফলে সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।
যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-এর দশকের পর সর্বনিম্ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে।
জন্মের হার ১৯৩০-এর দশকে 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর ফলে হ্রাস পেয়েছিল।
এর অর্থ হলো অন্যান্য অনেক দেশের মতোই যুক্তরাষ্ট্রও প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সঙ্গে লড়ছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ। অন্যদিকে, কাজকর্ম করতে সক্ষম অল্প বয়সী মানুষ কমে যাচ্ছে।
কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস বলছে, ২০৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা জন্মকে ছাপিয়ে যাবে। তখন অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
এই কারণে অনেক অর্থনীতিবিদ ও অভিবাসন-পন্থী গোষ্ঠী দাবি জানিয়েছে, অর্থ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে অভিবাসন দরকার, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হোক।
অর্থ ব্যবস্থায় এর প্রভাব
বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিক হাসান জানিয়েছেন অভিবাসীদের অনুপস্থিতির বড় প্রভাব পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, "যদি অভিবাসীদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নিন মাথাপিছু জিডিপি পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ কিছু মানুষ কমে যাওয়ার (অভিবাসীদের অনুপস্থিতি) যে প্রভাব, তার প্রতিফলন ঘটবে জিডিপিতে।"
তার গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারিক হাসান বলেছেন, "অভিবাসন উদ্ভাবনী শক্তিতে ইন্ধন যোগায়, উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র কোনও একটা বিশেষ সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়।"
প্রসঙ্গত, অভিবাসীরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সী এবং তাদের কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সেক্টরে কর্মরত তিন কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশই অভিবাসী।
সরকারি সংস্থা 'ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিক্স'-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশক্তিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের হার আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের চাইতে চেয়ে বেশি।
কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের অনুমান অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী অভিবাসীদের প্রায় ৯১ শতাংশের বয়স ৫৫ বছরের কম হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ।
অর্থ ব্যবস্থা ভূমিকা পালন করে এমন সেক্টর যেমন কৃষি- সম্পূর্ণরূপে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল।
শ্রম মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি শ্রমিক জরিপ অনুযায়ী, ৭০ শতাংশ শ্রমিক অভিবাসী। যদিও এদের মধ্যে অনেক শ্রমিকের কাছে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র নেই।
আমেরিকান ইমিগ্র্যান্ট কাউন্সিলের (এআইসি) গবেষণা নির্দেশকের দায়িত্বে রয়েছেন নান ব্যু। তিনি অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটা সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তার মতে, "অভিবাসীদের সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো কৃষিকাজ করা, ফল এবং শাক সবজি তোলা আর উৎসবের মৌসুমে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাবেন না ক্ষেতের মালিকরা।"
অন্যদিকে, যারা অভিবাসনের সমালোচনা করেন, তাদের একটা যুক্তি হলো, বিদেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কম মজুরিতে কাজ করতে প্রস্তুত এবং এর ফলে মার্কিন নাগরিকরাও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন আর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।
ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে অভিবাসনের প্রভাব নিয়ে ২৭টি গবেষণার পর্যালোচনা করেছে।
এই পর্যবেক্ষণ বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের বেতনের উপর অভিবাসনের গড় প্রভাব প্রায় শূন্যের সমান।
সাম্প্রতিক সময়ে ইস্টার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছে। সেই গবেষণা বলছে, "অভিবাসীর সংখ্যা বাড়লে তা মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যদিও পরিসংখ্যানের দিক থেকে তা একেবারে ক্ষুদ্র।"
ট্যাক্সের উপর প্রভাব
প্রশ্ন হলো, ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর রাজস্বের উপর এর কী প্রভাব পড়বে?
এআইসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২২ সালে অভিবাসী পরিবারগুলো মোট করের এক-ষষ্ঠাংশ (৫৮হাজার কোটি ডলার) কর জমা দিয়েছে।
এআইসির তরফে নান ব্যু জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বৈধ অভিবাসীরাই যে কর দিয়ে থাকেন, এমনটা নয়।
পিউ রিসার্চ সেন্টার থিংক ট্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নথিভুক্ত নন এমন অভিবাসীর সংখ্যা মোট অভিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ। প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ অভিবাসীর মধ্যে ৪০ লক্ষই মেক্সিকো থেকে আসা।
ইনস্টিটিউট অন ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসির এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২২ সালে নথিভুক্ত নন এমন অভিবাসীরা ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় কর বাবদ প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার দিয়েছেন।
থিংক ট্যাঙ্ক 'ইকনমিক পলিসি ইন্সটিটিউট'-এর 'ইমিগ্রেশন ল অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ' বিভাগের নির্দেশক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ড্যানিয়েল কোস্টা। তার মতে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অভিবাসনের প্রভাব জাতীয়স্তরে ইতিবাচক হতে পারে। তবে কিছু রাজ্যে এটা নেতিবাচকও হতে পারে, বিশেষত স্বল্প সময়ের নিরিখে বিচার করলে।
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় তিনি এবং তার টিমের সদস্যরা স্বল্প বেতন পান কিন্তু যোগ্য অভিবাসীদের 'স্বল্প মেয়াদে আর্থিক ভারসাম্য নেতিবাচক প্রভাবের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে' বলে উল্লেখ করেছেন।
তাদের যুক্তি, আরও বেশি পরিমাণ অর্থ ফেডারেল থেকে রাজ্য পর্যায়ে পুনরায় বিতরণ করা হোক যাতে জনবহুল অভিবাসন অঞ্চলগুলোর চ্যালেঞ্জ দূর করা যায়।
ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জিওভান্নি পেরি বলছেন, "নির্মাণ কাজ সংগঠিত না হলে সেবা ও আবাসনের ওপরও চাপ বাড়বে। এটা ঠিক যে অভিবাসীদের বাদ দিয়ে দেওয়ার বিষয়টা বেশ সহজ।"
অভিবাসীদের ব্যবসায় সাফল্য
অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ ব্যবসা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে।
রাজস্বের দিক থেকে ৫০০টি বৃহত্তম যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানির বার্ষিক তালিকার প্রায় ৪৫ শতাংশ সংস্থাই অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
একই সময়ে, ১০০ কোটি ডলার বা তার বেশি মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রে স্টার্ট-আপগুলোর ৫৫ শতাংশই প্রতিষ্ঠা করেছে অভিবাসীরা।
বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অভিবাসীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল।
অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০ লক্ষেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে চার হাজার কোটি ডলারের অবদান রেখেছে।
জনমত
সম্প্রতি গ্যালাপ জরিপে দেখা গিয়েছে, মার্কিন অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকলেও ৫৫ শতাংশ মার্কিন নাগরিক চাইছেন অভিবাসন হ্রাস পাক।
অভিবাসনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বিশেষত মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ রুখতে রাজনৈতিক ঐকমত্যও রয়েছে।
অধ্যাপক পেরি বলেন, কিছু রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যম অভিবাসনকে 'সীমান্তে বিশৃঙ্খলার' সঙ্গে তুলনা করে।
অভিবাসনের প্রভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বদলে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিভিন্ন 'গল্পের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।
"ফলে অর্থনীতিতে অভিবাসীদের প্রভাব এবং জনসংখ্যার হ্রাসের ক্ষেত্রে তারা কী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে, মানুষ প্রায়শই দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত থেকে অভিবাসনকে বন্যা হিসাবে দেখে। মানুষ মনে করে অভিবাসনের পরিমাণ অত্যধিক এবং এটা আদতে ক্ষতিকারক।"
বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের তারিক হাসান বলেন, "গত দুই দশকে অভিবাসন অনেক বেশি হয়েছে।"
"যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিবাসন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তবে এর এমন কিছু দিক থাকতে পারে যা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে বাধা দেয়।"

হোমলেস থেকে সিনেটর হলেন সেলিম

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
জানা গেছে, বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার নবগ্রামের মোহাম্মদ সেলিমের পুত্র সাদ্দাম সেলিম। ২০০৮ সালে মা-বাবার সাথে ইমিগ্রেন্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন সেলিম ও তাঁর বড় ভাই এবং বোন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ওয়াশিংটন ডিসিতে হ্রাসকৃত ভাড়ার একটি বাড়িতে বসতি গড়েছিলেন সাদ্দামের বাবা। এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন দেখেন যে, বাড়ি থেকে তাদের সকল আসবাবপত্র ছুড়ে রাস্তায় ফেলা হচ্ছে। কারণ ভবনটির মালিকনা পরিবর্তন হয়েছে এ এটিকে পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। চোখের সামনেই এমন পরিস্থিতি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে তা অবলোকনের বিকল্প কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে থেকে সাদ্দাম পরিবার স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় এসেও গৃহহারা হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে পরিচিত একজন প্রবাসী তাদেরকে নিজ বাসার বেসমেন্টে আশ্রয় দেন। সেখানে প্রায় দু'বছর বসবাসের পর স্বল্প আয়ের লোকজনের জন্যে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং প্রকল্পে একটি জরাজীর্ণ বাসায় উঠেন তারা। বাবা মোহাম্মদ সেলিমের ও মায়ের স্বল্প আয়ে কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছিলোনা জীবন যাত্রার ব্যায় নির্বাহে। সেলিম ও তাঁর ভাই মিলে দুজন পড়াশুনার পাশাপাশি কাজ শুরু করেন। এভাবেই সংসারের হাল ধরে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যান সেলিম। তিনি ফলস চার্চ হাইস্কুল থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে গ্র্যাজুয়েশনের পর ২০১০ সালে নর্দার্ন ভার্জিনিয়া কম্যুনিটি কলেজ থেকে এসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে সেখানকার জর্জ ম্যাসোন ইউনিভার্সিটি থেকে এরপর ২০১২ সালে পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনে ব্যাচেলর এবং ২০১৫ সালে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন সাদ্দাম। পড়াশুনা শেষ করে ডেমোক্রেট দলের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তিনি সিনেটর হোন।
২০২৩ সালে ৭ নভেম্বর ভার্জিনিয়ার সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে সিনেটর নির্বাচিত হোন সাদ্দাম সেলিম। ভার্জিনিয়া স্টেটের ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ এই নির্বাচনী এলাকার সিংহভাগ ভোটারই বিভিন্ন কমিউনিটির। সেখানে মাত্র ৩ শতাংশ ভোটার বাংলাদেশী। সেখান থেকে একজন বাংলাদেশী হিসেবে তাঁর বিজয় এ এক অন্যরকম বিজয়।
শুক্রবার সিনেটর সাদ্দাম সেলিম নিউইয়র্কে টাইম টেলিভিশনের জনপ্রিয় টক শো 'টাইম এক্সক্লুসিভ' এর স্বাক্ষাতকারে বলেন, আমরা প্রথমে এদেশে এসে অনেকটা হোমলেস অবস্থায় দিন পার করেছি। বাবা মায়ের আয় দিয়ে একটি দিনযাপিত করা অসম্ভব গয়ে পড়েছিলো। আমি আর আমার ভাই মিলে পড়াশুনার পাশাপাশি কাজে নেমে পড়ি। প্রথমে একটি অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং প্রকল্পের ঘরে ভাড়া থাকি আমরা। পরে আমাদের নিজস্ব বাড়ি হয়। কঠিন মুহূর্তে আমরা নিজেদের লক্ষ্য থেকে সরে যাইনি। আমিসহ আমার ভাই ও বোন পড়াশুনা চালিয়ে যাই। আমার বড় ভাই ও বোন এখন নিজেদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত।
সেলিম আরো বলেন, আমরা ইমিগ্র্যান্টরা শুধু আয়-উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পছন্দ করি। কম্যুনিটিতে অনেক মেধাবি আছেন যারা এদেশে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষক হতে চান। কিন্তু অনেকেই নিজের মধ্যেই সীমিত রেখে চলছেন। এদেশের রাজনীতির সাথে কেউ জড়াতে চাননা। কারণ বহুজাতিক রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ কেউ হয়তো নিতে চান না। জীবনে কিছু পেতে হলে চ্যালেঞ্জতো নিতেই হবে। আমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করতেই রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছি। এরকম যদি নতুনরা এগিয়ে আসেন চেলেঞ্জ নিয়ে তাহলে স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় কমিউনিটি আরো বেশি সমৃদ্ধি পাবে। তার এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে বাংলাদেশীর যাতে স্থান করে নিতে পারেন সেজন্য তার পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বাসস্থান, গণপরিবহন ব্যবস্থার সহজতর, সল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করবেন এবং কমিউনিটির প্রসার ও কল্যাণ সহ অভিবাসীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে তিনি কাজ করে যাবেন বলেও জানান সিনেটর সেলিম।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন মন্ত্রিসভায় কারা আসছেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এরই মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।
তথ্যমতে, ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমালা হ্যারিসের বিপক্ষে ভূমিধস জয় পেয়ে হোয়াইট হাউসের চাবি পাচ্ছেন এখন রিপাবলিকান নেতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে ট্রাম্প ও কমালাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ওদিকে বাইডেনের আমন্ত্রণ পেয়েই কাকে কোন দায়িত্ব দেবেন তা নিয়ে কাজ শুরু করেছে ট্রাম্প শিবির।
জানা গেছে, অনুগতদের বাইরে এমন কাউকে দায়িত্ব দেয়া হবেনা যিনি ট্রাম্পের এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা হতে পারে। ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ট্রাম্প ইতিমধ্যেই তার প্রশাসনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন, উপদেষ্টারা মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য প্রার্থীদের তালিকা গুছিয়ে আনছেন বলে জানা গেছে। ট্রেজারি সেক্রেটারি পদে প্রতিযোগীদের মধ্যে হেজ ফান্ড বিনিয়োগকারী ধনকুবের জন পলসন এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্কট বেসেন্টকে অন্তভুক্ত করা হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন্য সিনেটর মার্কো রুবিও এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিচার্ড গ্রেনেলের নাম বিবেচনা করছে ট্রাম্প শিবির। এছাড়াও এই ডিপার্টমেন্টে সম্ভাব্য তালিকায় উলে খযোগ্য কয়েকজনের নাম রয়েছে। তারা হচ্ছেন- নর্থ ডাকোটা গভনর্র ডগ বার্গাম এবং বিবেক রামাস্বামী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্ভাব্য ব্যক্তি হচ্ছেন সিনেটর টম কটন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ট্রাম্পের প্রথম কাজ হচ্ছে একজন চিফ অফ স্টাফ বাছাই করা। এক্ষেত্রে ব্লক রোলিন্সের পাশাপাশি তার প্রচার উপদেষ্টা সুসি ওয়াইলস এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে। ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রচার দল হাজার হাজার প্রার্থীকে যাচাই করেছে যাতে কেবল অনুগতদেরই নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ ট্রাম্প তার এজেন্ডাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন অবিশ্বস্ত ব্যক্তিদের এড়াতে বদ্ধপরিকর। দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্বে থাকতে পারেন রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র।

সুদহার কমালো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রাখতে এবং দুর্বল শ্রমবাজারকে সহযোগিতা করতেই সুদহার কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ফেড। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি কমাতে চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি বছরের শুরু থেকেই শ্রমবাজার স্থিতিশীল হতে শুরু করায় কমছে বেকারত্ব। বর্তমানে ফেডের নির্ধারিত সুদহার ৪ দশমিক ৫০ থেকে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

ইলন মাস্কসহ শীর্ষ ১০ ধনীর সম্পদ বৃদ্ধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
বেড়েছে ৬৪ বিলিয়ন ডলার। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স বলছে, একদিনে টেসলার শেয়ার বেড়েছে ১৫%। আর ইলন মাস্কের সম্পদ বেড়েছে সাড়ে ২৬ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, জেফ বেজোস এবং ল্যারি এলিসনের সম্পদ বেড়েছে ২৩ ও ২০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকান স্টক মার্কেটের সার্বিক সূচক বেড়েছে আড়াই শতাংশ। পাশাপাশি বেড়েছে ডলারের দামও। বিটকয়েনের দাম ছাড়িয়েছে ৭৬ হাজার ডলার। ঐতিহাসিক জয়ে আমেরিকান অর্থনীতিতে উত্থান আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ব্রঙ্কসে ছুরিকাঘাত অবস্থায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
কেডিমের বুকে একাধিক ছুরিকাঘাত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশ। এ সময় ইমার্জেন্সী মেডিকেল টিম তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আইন প্রয়োগকারী সূত্রগুলি অনুসারে, পুলিশ অফিসাররা ৪০তম পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে দুপুর ২:২৩ মিনিটে একটি ৯১১ কল পেয়েছিলো যে এক যুবককে ছুরিকাহত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তির মরদেহের পাশে একটি রক্তমাখা ছুরি পেয়েছিলো যা হত্যায় ব্যবহার করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এটি নিয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ ডিসেম্বরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি নির্বাচনী ফল ঘোষণার পাশপাশি বিজয়ী প্রার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। এসময় নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা ছাড়াও সোসাইটির কর্মকর্তা, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী, সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে ২০২৫ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে সোসাইটির নতুন কমিটির দায়িত্বকাল শুরু হবে। এজন্য চলছে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দায়িত্ব হস্তান্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী।
তিনি এ প্রতিনিধিকে বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হাস্তান্তর করতে চাই। এজন্য প্রস্তুতি চলছে। তবে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দায়িত্ব হস্তান্তর হতে পারে বলে জানান তিনি। অচিরেই সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সভায় নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হাস্তান্তরে দিন-তারিখ ঠিক করা হবে।
সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা না হওয়া প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী বলেন, আমরা সবাই কমবেশী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই কার্যকরী পরিষদের সভা হয়নি।
অপরদিকে নির্বাচনে বিজয় লাভের পর 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা কমিউনিটির সর্বত্রই ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত হচ্ছেন। নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ মোহাম্মদ আলী ইতিমধ্যেই পৃথক পৃথক বার্তায় নির্বাচন সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ মোহাম্মদ আলী সহ প্যানেলের অন্যান্য জয়ী প্রার্থীরা যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই ফুলেল শুভেচ্ছায় ভাসছেন। ইতিমধ্যেই জ্যামাইকাবাসী ও ব্রঙ্কসবাসী বাংলাদেশীরা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সেলিম-আলী' প্যানেলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস আর নর্থ জ্যামাইকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি বিজয় উৎসব করেছে। এছাড়াও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।
আগামী ১১ নভেম্বর সোমবার 'সেলিম-আলী' প্যানেলের 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে এই বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

নিউইয়র্কে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন





নিউইয়র্ক: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে।

নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার বিপ্লবের ফসল পরিপূর্ণভাবে উপভোগের স্বার্থেই অবিলম্বে বাংলাদেশে জনগণের নির্বাচিত সরকার দরকার।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অপর সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ। তিনি বলেন, পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের চেতনায় দেশ ও প্রবাসে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের চেতনা লালনকারীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির জন্য। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতন ঘটলেও তার প্রেতাত্মা এখনও প্রশাসনে বহাল রয়েছে। তাই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে যেকোনও ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রত্যাশা পূরণের জন্য।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম হারুন এবং সভাপতিত্ব করেন খোরশেদ আলম।

বক্তারা সমাবেশে উল্লেখ করেন, এক দলীয় শাসনের কবল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের সাহসী নেতৃত্বে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা-সাবভৌমত্ব অটুট রাখতে সচেষ্ট হয়। জিয়াউর রহমানের মত বীর সন্তানেরা জন্মেছিলেন বলেই বাংলাদেশ নামক একটি ভূখণ্ড পেয়েছি আমরা।

এ সময় বক্তারা বিএনপির দুঃসময়ের কান্ডারি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাটকে সামনের নির্বাচনে নড়াইল-১ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের আহ্বান জানান হাই কমান্ডের প্রতি।

সমাবেশে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত এবং চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

নিউজার্সিতে জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস পালিত





নিউজার্সি: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নিউজার্সি স্টেট (নর্থ) ইউএসএ'র উদ্যোগে ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯ নভেম্বর শনিবার প্যাটারসনের বেঙ্গল ইন্সুরেন্সের হল রুমে নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্চু। সভার শুরুতে তিলাওয়াত করেন সৈয়দ খালিদ আলী।

বক্তব্য রাখেন নিউজার্সি বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা আলাউর রহমান খন্দকার, উপদেষ্টা সদস্য এডভোকেট আব্দুল মুক্তাদির তোফায়েল, সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী নিপন, সহ সভাপতি মোঃ খলিল, সৈয়দ খালিদ আলী, কামরান হাদি, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মাছুম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নুল হক, সম্পাদক জাকিরুল চৌধুরী হিমেল, মানবাধিকার সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সমাজকল্যান সম্পাদক রেজোয়ান আহমেদ, প্রচার সম্পাদক রাহাদুল হাসান রুহেল, বক্তারা তাদের বক্তবে বলেন ৭ই নভেম্বর ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস ১৯৭৫ সালের এই দিনে আধিপত্যবাদী চক্রের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে সিপাহি-জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিল। সিপাহি-জনতা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিদশা থেকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর-উত্তমকে মুক্ত করে দেশ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। তাই ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত দিন।

সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন, জনজীবনে বিশৃঙ্খলাসহ তখনকার বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ থেকে দেশ একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে ফিরে আসে। ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস ছিল জাতীয় দিবস হিসেবে এই দিন সরকারি ছুটি ছিল ভারতের তাবেদার স্বৈরাচারি শেখ হাসিনা এই ছুটি বাতিল করেছিল, বক্তারা এ দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনরায় সরকারি ছুটি ঘোষনার জোর দাবী জানান।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ সভাপতি ইবাদুর রহমান চৌধুরী, সহ সভাপতি এনাম চৌধুরী, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ খান, ফরিদ পাঠান, আব্দুল আউয়াল সিপার, আমিনুল হক সিতু, সৈয়দ খুবায়েব আলী, সিদ্দিকুর রহমান খান, খায়রুল আলম, মোঃ সুমন আহমেহ, সিরাজুল ইসলাম, সায়েম চৌধুরী, কামরুল হোসেন প্রমুখ, সভায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, নিউজার্সি বিএনপির সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান, উপদেষ্টা সদস্য খুরসেদ আলম ও সহ সভাপতি কামরান হাদীর শারীরিক সুস্থতা কামনা করে মোনাজাত করা হয়, নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিএনপি ঢাকাসহ সারাদেশে শোডাউন দেখিয়ে কী বলতে চাইলো?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ঢাকায় 'সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিএনপির সমাবেশ ও র‍্যালিতে 'ব্যাপক লোকসমাগমের' পর দলটির নেতারা বলছেন ওই শোডাউন থেকে দ্রুত নির্বাচনের দাবিই জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারকে সহযোগিতার কথাও বলেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

দলের বিভিন্ন পর্যায়ের একাধিক নেতা বলেছেন কোনো অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচন ঝুলানো যাবে না এবং দ্রুত তারিখ ঘোষণা করতে হবে- এটি দলের মহাসচিবসহ অন্য নেতারা অনেকটা সরাসরিই বলেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো 'নির্বাচনের জন্য ক্রমশ চাপ বাড়ানো'।

অন্যদিকে তারেক রহমান দলের কৌশল হিসেবেই গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সরকারকে সহযোগিতার কথা বলেছেন, যার লক্ষ্য হলো সরকারকে নির্বাচন ও এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা। প্রতিবেদন বিবিসি বাংলার প্রসঙ্গত, সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কিছু কমিশন গঠনের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করেছে এবং সেই কমিটি এখন কাজ করছে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ইতোমধ্যেই বলেছেন যে নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

একজন বিশ্লেষক বলছেন নির্বাচন নিয়ে সরকারের এই উদ্যোগ সত্ত্বেও বিএনপির অনেকে মনে করেন যে নির্বাচনটি তাদের প্রত্যাশিত দ্রুততম সময়ে নাও হতে পারে এবং সে কারণেই সাতই নভেম্বরকে উপলক্ষ্য করে তারা সরকারকে দ্রুত নির্বাচনের জন্য একটি বার্তা দিতে চেয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

সাতই নভেম্বর ও শোডাউন

বাংলাদেশের অ ন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি সাতই নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে। দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "সাতই নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন। জিয়াউর রহমান সেদিন গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে রক্ষা করে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের পনেরই অগাস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তেসরা নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ-এর নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান হয়েছিলো। এ ঘটনায় আটক হয়েছিলেন তখনকার সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান।

এরপর নানা ঘটনা ও পাল্টা ঘটনার ধারাবাহিকতায় সাতই নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে মুক্তি পেয়েছিলেন মি. রহমান। এর মধ্য দিয়েই দৃশ্যপটের সামনে চলে এসেছিলেন তিনি। পরে এক পর্যায়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন ও এরপর প্রেসিডেন্ট হয়ে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এবার গত পাঁচই অগাস্টের পর ভিন্ন পরিবেশে দিনটি পালন করেছে বিএনপি এবং এ উপলক্ষ্যে শুক্রবার ঢাকাসহ সারাদেশে সমাবেশ ও র‍্যালি করেছে দলটি। ঢাকার সমাবেশে বিপুল লোকসমাগমের খবর দিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের একাধিক নেতা বলছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেছে তিন মাস হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা সরকারের দিক থেকে না আসায় কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে দলের মধ্যে।

আবার সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নেতার বিএনপিকে ইঙ্গিত করে দেয়া নানা বক্তৃতা বিবৃতিও দলের দৃষ্টিতে এসেছে।

"রাজনীতিকরা ক্ষমতায় যেতে উসখুস করছে"- একজন উপদেষ্টার এমন বক্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এই প্রতিক্রিয়ায় তিনি মাইনাস-টু ফর্মুলা (ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই নেত্রীকে রাজনীতিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টার বিতর্ক) নিয়েও সতর্ক করেছেন।

এসব কারণে শুক্রবার ঢাকায় যে সমাবেশ করেছে তাতে ব্যাপক লোকসমাগম ঘটানো হয়েছে মূলত সরকারকেই বোঝানোর জন্য যে- 'আরও দ্রুত নির্বাচন চায় বিএনপি'।

ইকবাল হাসান মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে বলছেন শুক্রবার 'বিশাল সমাবেশ ও জনস্রোত' নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার বার্তা দিয়েছে এবং এখন সরকারের উচিত হবে দ্রুত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা।

"গত ষোল বছরে এই দিনটি আমাদের পালন করতে দেয়নি আওয়ামী লীগ। এবার মুক্ত পরিবেশে সমাবেশে লাখ লাখ মানুষ যোগ দিয়েছে। এখান থেকে একটাই বার্তা দেয়া হয়েছে- তা হলো নির্বাচনের স্পষ্ট তারিখ বা রোডম্যাপ চায় মানুষ। কারণ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র হবে না আর গণতন্ত্রের জন্যই লড়াই করেছে মানুষ," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. মাহমুদ।

বাংলাদেশ আমেরিকান রিপাবলিক এলায়েন্সের বিজয় সভা





নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকের ভূমিধ্বস বিজয় হয়েছে।

জয় পরবর্তী " বাংলাদেশ আমেরিকান রিপাবলিক এলায়েন্স " সাংবাদিকদের সাথে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ ফর ট্রাম্প নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বিগত সরকার অবৈধ অভিবাসী প্রবেশে ব্যার্থ হওয়ার কারনে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বাসা ভাড়া অত্যাধিক হারে বেড়েছে। যার কারনে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারন নাগরিকদের জীবন জাপন দুর্বিসহ হয়ে পরেছে। ট্রাম্পের এই বিজয়ের ফলে অবৈধ অভিবাসী প্রবেশ বন্ধ হবে বলেও আশা করেন বক্তারা। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশ আমেরিকান রিপাবলিকান আলায়েন্সের চেয়ারম্যান ফুয়াদ হোসাইন । তিনি বলেন রিপাবলিকান কখনো যুদ্ধ এবং অশান্তি সমর্থন করে না। তিনি আরো বলেন রিপাবলিকানদের এই বিজয়ে বাংলাদেশি আমেরিকান ভোটারদেরও অবদান অনেক। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী হাসান।

ওজনপার্কে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের জেল হত্যা দিবস পালন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে। ৩ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্কের ওজনপার্কের একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এবং নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অতিথি ছিলেন রিপাবলিকান পার্টির ইউএস কংগ্রেসম্যান পল কিং। অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। বক্তব্য রাখেন সদস্য সোলেয়মান আলী, হিন্দোল কাদির বাপ্পা, শাহানারা রহমান, আশরাফুজ্জামান, মুজিবুর রহমান, শাহীন আজমল, রফিকুর রহমান,দুরুদ মিয়া রনেল, শাহনাজ মমতাজ, মুর্শেদা জামান, দুলাল বিল্লাহ, ইমদাদ ভূইয়া, সৈয়দ কিবরিয়া জামান, খান শওকত, গাজী লিটন, সাখাওয়াত চঞ্চল, জাহিদ হাসান, নুরুল করিম জুয়েল, শেখ শফিকুর রহমান, মোশাহীদ চৌধুরী প্রমূখ। সভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। জাতীয় সংগীতের সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম।





নিউইয়র্কে বিএনপি'র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাবকে সংবর্ধনা





নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আখন্দকে যুক্তরাষ্ট্রস্থ বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসীর আয়োজনে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

৪ নভেম্বর নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত এ সংবর্ধনা সভায় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ বিভাগ) আবু ওয়াহাব আখন্দ বলেছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনে করে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দরকার। তবে এমন সংস্কার নয়, যার জন্য আবার একটি চক্র বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নৎসাত করার পরিকল্পনা করতে পারে। দ্রুত নির্বাচনী 'রোড ম্যাপ' দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। সব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল আলম ভুইয়ার সভাপতিত্বে এবং রফিকুল ইসলাম সোহাগের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মোঃ নাসির উদ্দিন, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ইমরান শাহ রন ও এড্ রেদোয়ানা রাজ্জাক সেতু, ব্রঙ্কস বরো (পূর্ব) এর সদস্য সচিব কৃষিবিদ সোলেয়ামান, শেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, বিএনপি নেতা আক্তারুজামান হ্যাপি, মোঃ নূরুল হক, সুলতান উদ্দিন, ফুল মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, বাবু, আনিছুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, শহীদুল ইসলাম, ফজলুর রহমান মাষ্টার প্রমুখ।

এসময় জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ নিউইয়র্কে বসবাসরত জাতীয়তা আদর্শের বিভিন্ন জেলার নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আবু ওয়াহাব আখন্দকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী সহ উপস্থিত জাতীয়তাবাদী দলের নের্তৃবৃন্দ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করেন কায়ছার আলম তপন, হারুন অর রশিদ, মামুনর রশিদ, লোকমান হোসেন, লেলিন, মুক্তা, খলিলুর রহমান, মিন্টু রয়, সোলেমান, সাকিল প্রমুখ। --- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জমি দখলের পায়তারা: সংবাদ সম্মেলনে ন্যায় বিচার কামনা





(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সংবাদ সম্মেলনে মরহুম বশির আলীর পুত্র, সাবেক জাতীয় ক্রীড়াবীদ আব্দুর রহীম বাদশা, কন্যা ডা. সাহানা আলী রেনু, জাহানারা আহমদ লক্ষী ও মনোয়ারা বেগম মনি এবং অপর পুত্র আব্দুর রউফ পাশা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ইফফাত আরা নিভা, সারওয়ার নাজরাত আলী টুয়েন ও নূরে আলম জিকু উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা মা-ভাই-বোন সহ সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের কেয়ার টেকার নূরুল ইসলাম কালা মিয়া জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পতি দখলের চেষ্টা করে। এনিয়ে আমরা মামলাও করি এবং নূরুল ইসলাম কালা মিয়া ও তার পুত্র আমিন ও শামীম গ্রেফতার হয়ে প্রায় সাড়ে ৪ মাস পর জামিনে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে আমরা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক নামে আরেকজনকে কেয়ারটেকার মনোনীত করি। কিন্তু জেল থেকে কালা মিয়ারা মুক্তি পেয়ে ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর আব্দুল মালেককে হত্যা করে। এব্যাপারে রাজনগর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে অভিযুক্তরা মালেক হত্যা মামলাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে, আমাদের পারিবারিক ব্যবসা অ্যামেনিয়া গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ রাখার ঘরটি 'আয়না ঘর' হিসেবে প্রচারণা করা হচ্ছে। আমরা পারিবারিকভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমরা ন্যায় বিচার পাবো বলেই সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখি।

নাগরিকত্ব ছাড়ার হার বাড়ছে ৮ বছরে ছেড়েছেন ২৬০৬

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নানা কারণে নাগরিকত্ব ত্যাগ করছেন বাংলাদেশিরা। অন্য দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব ছাড়ার হার দিন দিন বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব বহাল রেখে দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার হার। মূলত দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কারণে নাগরিকত্ব ত্যাগের হার বাড়ছে বলে পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৬০৬ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। এই আট বছরে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়েছেন ১৪ হাজার ৬৮৫ জন।

২০১৭ সালে ১১৯ জন, ২০১৮ সালে ৩৬৫ জন, ২০১৯ সালে ৩৫৬ জন, ২০২০ সালে ৩২৩ জন, ২০২১ সালে ১৬৫ জন, ২০২২ সালে ৪২১ জন, ২০২৩ সালে ৫৪৮ জন এবং ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৩০৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দেশ জার্মানির নাগরিকত্ব নেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এর পরে আছে জার্মানিরই প্রতিবেশী অস্ট্রিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মন্ত্রণালয় বিভক্ত হওয়ার পর নাগরিকত্ব পরিত্যাগের তথ্য হারিয়ে যায়। ফলে ২০১৭ সালের আগে কতজন বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন, সে তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে নেই। তাঁদের ধারণা, ২০১৭ সালের আগে সংখ্যাটি এখনকার তুলনায় বেশ কম ছিল।

গত আট বছরে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ৪০টির বেশি দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশিরা। গত আট বছরে ১ হাজার ২৮১ জন বাংলাদেশি জার্মানির, ৩৯২ জন অস্ট্রিয়ার, ১৮০ জন সিঙ্গাপুর, ১৫১ জন ভারত, ৬০ জন কোরিয়া, ৫৭ জন নরওয়ে, ২৫ জন যুক্তরাজ্য, ১৭ জন ইউক্রেন, ১৫ জন শ্রীলঙ্কা, ১৩ জন করে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরান; ১১ জন ইন্দোনেশিয়া ও ৯ জন বুলগেরিয়ার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এ ছাড়া পাকিস্তান ও মিয়ানমারের নাগরিকত্ব নিয়েছেন ৪ জন।

দ্বৈত নাগরিকত্ব ৩৩ হাজার

১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশিদের দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন শুরু করে সরকার। এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮৭৫ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ২২৭ জনকে দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের তথ্যে ক্রমেই দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার তথ্য বাড়তে দেখা যায়। কয়েক বছরের ব্যবধান দিয়ে উপাত্তের দিকে তাকালে পাওয়া যায়: ১৯৮৯ সালে ৩১৫ জন, ২০০০ সালে ২৮৬ জন, ২০০৮ সালে ১ হাজার ১৮০ জন, ২০১৪



সালে ১ হাজার ৬৯৯ জন, ২০২০ সালে ১ হাজার ১৮৭ জন, ২০২২ সালে ১ হাজার ৭৮৬ জন এবং ২০২৩ সালে ৪ হাজার ১৩৩ জন বাংলাদেশি দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়েছেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক দুর্নীতিবাজ ও নব্য ধনীর বিদেশে অর্থ পাচারের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের বিদেশে পাড়ি জমানোর কথা জানা যায়। ওই সরকারের শেষ দিকে বাংলাদেশিদের আরও বেশি দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশিদের নতুন করে আরও ৪৪টি দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেওয়ার সুযোগ করে দেয় মন্ত্রিসভা। এর আগে ৫৭টি দেশের নাগরিকেরা এ সুযোগ পেতেন। কয়েকটি শীর্ষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কর্ণধাররা নিজে কিংবা তাদের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন বা দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী বলে মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

কোনো কোনো দেশের পাসপোর্ট পাওয়ার শর্ত হিসেবে আগের দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়। আবার কোনো কোনো দেশের পাসপোর্ট পাওয়ার পর নাগরিক হিসেবে শপথ নিতে হলে আগের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়। এ জন্য উল্লিখিত বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব ছেড়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, কোনো বাংলাদেশি অন্য দেশের পাসপোর্ট (অর্থাৎ নাগরিকত্ব) গ্রহণের পর বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখতে না চাইলেও এ দেশে ৭৫ হাজার ডলার স্থায়ী বিনিয়োগ করে সহজেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পান। সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, কোনো বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেও তার পরবর্তী তিন প্রজন্মের বংশধরের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহাল থাকবে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগের উপসচিব আলীমুন রাজীব আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আইন অনুযায়ী বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে পারেন। ১০১টি দেশের নাগরিকেরা বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব পান।'

৪৫২ বিদেশি পেয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব

১৯৮৮ সালে প্রথম ৪ জন বিদেশিকে নাগরিকত্ব দেয় বাংলাদেশ। ১৯৮৯ সালে নাগরিকত্ব পান ৩৩ বিদেশি। এরপর ২০০৩ ও ২০১০ সাল ছাড়া প্রতিবছরই কিছু না কিছু বিদেশিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৪৫২ জন বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই নাগরিকত্ব পেয়েছেন বৈবাহিক সূত্রে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাসের কারণেও বেশ কয়েকজনকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই কারণ

দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, নিরন্তর রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতির কারণে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ও উচ্চ দক্ষতার ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে বা স্থায়ীভাবে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিভিন্ন জরিপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে মেধাবীদের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের পরও থেকে যাওয়া এবং দেশ থেকে সামর্থ্যবানদের বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতার চিত্র পাওয়া যায়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক লেখালেখি ও গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন হয়ে পড়া, খাদ্যে ভেজালের দৌরাত্ম্য, শিক্ষার মানের অবনতি ইত্যাদির কারণেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে বিত্তবানদের মধ্যে দেশ ছাড়ার ঘটনা বাড়ছে। বৈধ ও অবৈধভাবে অভিবাসী কর্মীদেরও একটি অংশ বিদেশে স্থায়ী হন।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে 'নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ ২০২৪' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনের ফল প্রকাশিত হয় ৬ নভেম্বর। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ বেকারত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং ৫৫ শতাংশ তরুণ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে আগ্রহী।

সার্বিকভাবে দেশে সুশাসনের অভাব থাকাতেই সুযোগ পেলে অনেকে দেশ ছাড়ছেন বলে মনে করেন শীর্ষ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচির প্রধান শরিফুল ইসলাম হাসান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের যত গল্পই বলি না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে সুযোগ পেলেই লোকজন দেশ ছেড়ে যেতে চান। এর একটা বড় কারণ হলো, সুশাসনের ঘাটতি। যখন কেউ দেখে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, ক্রসফায়ার-গুম হচ্ছে, এসব কারণে নিজের বা সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তা করে তাঁরা দেশ ছাড়ছেন। রাজনীতিবিদ বা আমলারা যতই দেশের উন্নয়নের কথা বলেন না কেন, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, দেশের আসলে ভবিষ্যৎ নেই। এ জন্য নিজের সন্তানদের বিদেশে পাঠান, নিজের বাড়ি-গাড়ি বিদেশেই করেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1093789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

আর নয় জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব!

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে না। অফিসিয়াল ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রচারাভিযানের সাইটে পোস্ট করা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের জন্য একদিনের মধ্যেই নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন নতুন প্রেসিডেন্ট ।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের সব শহরে ট্রাম্পবিরোধী

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অধিকার ও অভিবাসীদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেওয়ার দাবি জানান। ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড টাওয়ারের সামনে এ সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল, 'আমরা আমাদের রক্ষা করি', 'মি. প্রেসিডেন্ট, নারীরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য আর কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবেন', 'আমরা পিছু হটব না' এমন নানা স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড। বিক্ষোভ হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতেও। সেখানে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বাইরে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন সংগঠন 'উইমেন্স মার্চ'এর কর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই বিক্ষোভ নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড। আগের দিন গত শুক্রবারও ওরেগনের পোর্টল্যান্ড শহরে ট্রাম্পবিরোধী একই রকমের বিক্ষোভ হয়েছে। এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কারও হাতে ছিল 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো', 'ভয়কে শক্তিতে পরিণত করো' এমন নানা স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড। নির্বাচনে ট্রাম্প জেতায় শুক্রবার পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গেও বিক্ষোভ করেন অনেকে। পয়েন্ট স্টার্ট পার্কে সমবেত হন তাঁরা।'

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইনজীবীদের প্রস্তুতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তার প্রথম মেয়াদে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে, নতুন অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে বড় আকারের নির্বাসন, পুনর্বহাল ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং বর্ধিত আটক।

ট্রাম্প ইউএস-মেক্সিকো সীমান্তে সেনা মোতায়েনের এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন প্রয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তবে অভিবাসী অধিকার গোষ্ঠীগুলি, গণ-অভিযান, কর্মক্ষেত্রে রাউন্ডআপ এবং বর্ধিত আটকের মতো সুরক্ষার সমাপ্তির প্রত্যাশায় একত্রিত হচ্ছে। তারা এই নীতিগুলি মোকাবেলা করার জন্য আইনি চ্যালেঞ্জ, জনগণের বিক্ষোভ এবং শিক্ষা প্রচারণার জন্য প্রস্তুত করছে। ট্রাম্প প্রশাসন বড় আকারের নির্বাসনকে ন্যায্যতা দিতে এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্টের মতো ঐতিহাসিক ক্ষমতা লাভ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারা আইনী চ্যানেল, পাবলিক অ্যাডভোকেসি এবং রাজ্য জুড়ে সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে অভিবাসী অধিকার রক্ষা করতে প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে!

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অভিবাসীদের পুরোপুরি বাদ দিলে মাথাপিছু জিডিপি পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ কমে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সেক্টরে কর্মরত তিন কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশই অভিবাসী। শ্রম মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি শ্রমিক জরিপ অনুযায়ী, ৭০ শতাংশ শ্রমিক অভিবাসী।

ট্যাক্সের উপর প্রভাব নিয়ে এআইসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২২ সালে অভিবাসী পরিবারগুলো মোট করের এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৫৮হাজার কোটি ডলার কর জমা দিয়েছে।

ইনস্টিটিউট অন ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসির এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২২ সালে নথিভুক্ত নন এমন অভিবাসীরা ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় কর বাবদ প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার দিয়েছেন।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জিওভান্নি পেরি বলছেন, "নির্মাণ কাজ সংগঠিত না হলে সেবা ও আবাসনের ওপরও চাপ বাড়বে। তবে রাজস্বের দিক থেকে ৫০০টি বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানির বার্ষিক তালিকার প্রায় ৪৫ শতাংশ সংস্থাই অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। একই সময়ে, ১০০ কোটি ডলার বা তার বেশি মূল্যের মার্কিন স্টার্ট-আপগুলোর ৫৫ শতাংশই প্রতিষ্ঠা করেছে অভিবাসীরা। অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০ লক্ষেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে চার হাজার কোটি ডলারের অবদান রেখেছে।

সম্প্রতি গ্যালাপ জরিপে দেখা গিয়েছে, মার্কিন অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকলেও ৫৫ শতাংশ মার্কিন নাগরিক চাইছেন অভিবাসন হ্রাস পাক। তারা প্রায়শই দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত থেকে অভিবাসনকে বন্যা হিসাবে দেখে। মানুষ মনে করে অভিবাসনের পরিমাণ অত্যধিক এবং এটা আদতে ক্ষতিকারক।

২০২০ সালে মেক্সিকো দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন মো. শফিকুল। তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র নির্বাচন-২০২৪

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সোসাইটির দ্বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলো 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেল।

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেন দেলোয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হোসাইন। এদিকে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেলওয়ার হোসাইন এর আগে ২০১৭-১৮ সেশনে এক বার এবং তার আগে আরও এক বার মোট দুই দুই বার মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংগঠনের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী, সদস্য ও সিনিয়র সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচন করেন সদস্যরা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী- আমেরিকানদের সর্ববৃহৎ ইসলামিক সংগঠন মুনা। ইসলামের সুমহান বার্তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াসহ দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতে কাজ করে এই সংগঠন।

বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত হচ্ছেন পূর্ন প্যানেলে জয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন গত ২৭ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বি 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলকে পরাজিত করে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। নির্বাচন কমিশন বুধবার (৬ নভেম্বর) সোসাইটি অফিসে অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষনা করে।

প্রথম দিনেই ট্রাম্পের গণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাসন অভিযান' চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে তার কিছু করার নেই। তাদের তিনি ফেরত পাঠাবেনই। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার যে বিধান এতদিন প্রচলিত ছিলো তা তিনি বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আগামীর ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের প্রচারাভিযান সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার যে বিধান তা বাতিল করা হবে। এর পরিবর্তে যাদের পিতা বা মাতার কারোর নাগরিকত্ব অথবা দেশে বসবাসের বৈধ অনুমোদন রয়েছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

এদিকে বাইডেন সরকারের অভিবাসন বিষয়ক একটি কর্মসূচি অবৈধ ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের তিনদিন পর বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) আদালত এ রায় দিয়েছেন। চলতি বছরের জুন মাসে 'কিপিং ফ্যামিলিজ টুগেদার' নামে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাইডেন। ওই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের সাথে বিবাহিত কিছু অনথিভুক্ত অভিবাসীর জন্য নাগরিকত্ব ও গ্রিনকার্ড পাওয়ার পথ সহজ করা। এ কর্মসূচির শর্ত ছিল, কোনো বৈধ নথিবিহীন অভিবাসী যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করেন এবং ১০ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন, তাহলে তিনি নাগরিকত্ব ও গ্রিনকার্ডের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ফলে এমন ঘোষণার পর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা।

তবে ট্রাম্প লাখ লাখ মানুষকে ফেরত পাঠাতে চাইলেও বিষয়টি এত সহজে হবে না বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তারা বলেছে, যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সরকার যদি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করতে চায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশাল এবং ব্যয়বহুল লজিস্টিকজনিত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

নিউইয়র্কের প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো-র মতে, বড় আকারের নির্বাসন নিউইয়র্কের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অভিবাসীরা আইনি মর্যাদা ছাড়াই দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এব কর দিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, মেয়র এরিক অ্যাডামস ইতিমধ্যে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সাথে অভিবাসী ইস্যুতে কথা বলেছেন।

অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন নিউইয়র্কের সিনিয়র সাংবাদিক মাঈনুদ্দীন নাসের। তিনি বলেন, যারা ইতোমধ্যে এসাইলাম করেছেন (নথিভুক্ত হয়েছেন) তাদের ক্ষেত্রে তেমন দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। আর যারা এখনো অনথিভুক্ত, ডেপুটেশনপ্রাপ্ত এবং এদেশে ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে তাদের জন্য অবশ্য ঝুঁকি রয়েছে।

মঈনুদ্দীন নাসের আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ইমিগ্র্যান্টদের দেশ। ইমিগ্র্যান্টরাই এদেশে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তবে যারা এদেশে সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছেন তাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এবং আইন ও নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যারা এসাইলাম কিংবা বৈধতার জন্য আবেদন করেছেন তারা বৈধ ডকুমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণ না করাই ভালো। কারণ ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি কঠোর করা হলে তখন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট সদস্যরা আরো বেশি তৎপর হয়ে যাবে। তখন তাদের হাতে আটক হলে ডেপুটেশন কিংবা বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, ট্রাম্পের অভিবাসী গণ নির্বাসনের কথাটি শুধু নির্বাচনী এজেন্ডা। অভিবাসীদের নির্বাসন ঢালাওভাবে করতে হলে এদেশের দীর্ঘদিনের ইমিগ্রেশন আইন পুরোপুরি পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই ঢালাওভাবে ট্রাম্প এটি করতে পারবেন না। যারা এখনো নথিভুক্ত, মানে ইউএসসিআইএস কিংবা আদালতে কেইস চলমান তাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তবে অনথিভুক্ত এবং ডেপুটেশন প্রাপ্তরা বিপাকে পড়তে পারেন। এজন্য দ্রুত কেইস ফাইল করা দরকার।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে জয়ী ৬ বাংলাদেশির চমক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেখ রহমান জর্জিয়ায় প্রথম মুসলিম ও এশিয়ান সিনেটর। তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী লিসা বাডেজের চেয়ে দ্বিগুণ ভোট পেয়েছেন। তিনি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

জর্জিয়ায় প্রথম মুসলিম নারী সিনেটর নাবিলা ইসলাম

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন নাবিলা ইসলাম পার্কেস। তিনি ৪৬ হাজার ২৩১ ভোট পেয়েছেন। পরাজিত রিপাবলিকান গ্রেগরি হাওয়ার্ড পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৮৬৭ ভোট।

২৭ বছর বয়সী নাবিলা পার্কেস দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আপনাদের পরিবার, আপনাদের প্রতিষ্ঠান এবং আমার অঞ্চলের সবার অধিকারের জন্য লড়াই করব। আপনাদের অধিকার নিশ্চিত করার আগপর্যন্ত আমি লড়ে যাব।'

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী মাসুদুর রহমান

কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট-৪এ দ্বিতীয়বারের মতো স্টেট সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মাসুদুর রহমান। তিনি দুই বছরের জন্য এ দায়িত্ব পেয়েছেন। ৩৩ হাজারের বেশি ভোট পেয়ে গত ৫০ বছরে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। পরাজিত রিপাবলিকান স্টিভেন কিং পেয়েছেন ১৮ হাজার ভোট। এ অঙ্গরাজ্যের ৩৬ জন সিনেটরের মধ্যে তিনি প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান।

মাসুদুর রহমানের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলায়। ২৭ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন তিনি।

নির্বাচনে জয় নিয়ে মাসুদুর রহমান বলেন, 'আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসায় আগেই বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে আসা অনেককে বিতাড়িত করবেন। আমরা চেষ্টা করব কাউকে যেন অযৌক্তিকভাবে ডেপুটেশন না করা হয়।'

ষষ্ঠবারের মতো জয়ী আবুল খান

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী আবুল বি খান। এ নিয়ে ছয়বার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি।

রকিংহাম ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এ রিপাবলিকান পার্টির হয়ে প্রতিবারের মতো এবারও সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন আবুল খান। তিনি পেয়েছেন ২ হাজার ৯৩৯ ভোট। তাঁর নিকটতম ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বব অল ব্রাইট পেয়েছেন ১ হাজার ৭২৬ ভোট।

আবুল বি খান বলেন, 'আমি রিপাবলিকান থেকে পাস করলেও এখন আমি সব দলের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করব। আমাদের সরকার সব সময়ই কর না বাড়ানোর পক্ষে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করব।'

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত নূরুন নবী

একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুন নবী নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের প্লেইনসবরো টাউনশিপ থেকে পঞ্চমবারের মতো কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

নূরুন নবী বলেন, 'তিন বছরের জন্য আমি মানবিক সম্পর্ক, মানুষের বিনোদন ও আদালতসম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্ব পালন করব।'

নিউজার্সির প্রসপ্যাক্ট শহরের কাউন্সিলম্যান সিলেটের নাদিম

নিউজার্সির বাংলাদেশি অধ্যুষিত শহর প্যাটার্সনের সংলগ্ন প্রসপ্যাক্ট শহরের কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হয়েছেন নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম। নির্বাচনে তিনি ১ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সিলেটের ইসলামপুর চামেলিবাগ এলাকা থেকে আসা অভিবাসী পরিবারের সন্তান নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম একজন উদীয়মান সংগঠক হিসেবে কমিউনিটিতে এরমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

কাউন্সিলম্যান নাদিম তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশি সহ শহরে বসবাস করা সব নাগরিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ছোট শহর হলেও নাগরিকদের অধিকার নিয়ে এবং অভিবাসীদের অধিকার আদায়ে তিনি সব সময় সোচ্চার থাকবেন।



প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তিন বিশেষ সহকারী নিয়োগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তিনজনকে বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই তিন বিশেষ সহকারী স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাদের সহযোগিতা করবেন। এ জন্য তাঁদের ওই সব মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রোববার রাতে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তিনজন বিশেষ সহকারী হলেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি-পি) খোদা বকশ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক সায়েদুর রহমান এবং অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম।

খোদা বকশ চৌধুরী স্বরাষ্ট্র, সায়েদুর রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এম আমিনুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সহযোগিতা করবেন।

খোদা বকশ চৌধুরী ২০০৬ সালের ২ নভেম্বর থেকে ২০০৭ সালের ২৯ জানুয়ারি পুলিশের মহাপরিদর্শক ছিলেন।

চিকিৎসক মো. সায়েদুর রহমান গত ২৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি বিএসএমএমইউর ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক।

অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি ২০০২ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২০০৬ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে ২০০৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিশেষ সহকারী পদে থাকাকালে তাঁরা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধা পাবেন।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction.
(Operate by JH office)

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

এস্টোরিয়ায় "সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের" নতুন শাখার উদ্বোধন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রায় তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে "সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস" যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দ্রুততম সময়ে এবং খুবই সহজে রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারছেন প্রবাসীরা। এখন আমরা শুধু বাংলাদেশ নয় ভারত, পাকিস্থান নেপালসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দ্রুততম সময়ে রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে মানি ট্রান্সফার সেবা দিতে পারছি। এ ছাড়াও সানম্যান গ্লোবাল ওয়েস্ট আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মানি ট্রান্সফার সেবাও শুরু করেছে। আমাদের এখান থেকে মানি ট্রান্সফারে সর্বোচ্চ রেট প্রদান করা হয়। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কসসহ বিভিন্ন স্থানে শাখা ও এজেন্ট রয়েছে। এখন থেকে এস্টোরিয়ার বাসিন্দারাও সহজে আমাদের নতুন শাখা থেকে মানি ট্রান্সফার সেবা নিতে পারবেন।

ফার্স্ট কনসাল জেনারেল মো. আনিসুজ্জামান বৈধভাবে দেশে টাকা প্রেরণে বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের প্রশংসা করে বলেন, দেশের রিজার্ভ ও অর্থনীতিতে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অবৈধ পথে টাকা দেশে পাঠালে একদিকে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে সেই টাকা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সানম্যান গ্লোবাল নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে বৈধ পথে বিশ্বস্থতার সাথে ও দ্রুততম সময়ে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দেশে পাঠাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসীদের অর্থ মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে বৈধপথে দেশে পাঠানোর জন্য আহ্বান জানান তিনি।









মুনায়েদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

মৌলভী বাজারের অধিবাসী এবং বর্তমানে ব্রঙ্কসে বসবাসরত ইউনিসেফের সাবেক কর্মকর্তা জালাল আহমেদ এবং ফাতেমা আহমেদের একমাত্র পুত্র মুনায়েদ আহমেদের সাথে ঢাকার মরহুম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীনএবং রুবি সাহাবউদ্দীনের একমাত্র কন্যা, লন্ডনে বসবাসরত মুন জাহানের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের ডেলরে মেরিনা ব্যাংকুয়েট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।বর কনের আত্মীয় স্বজন সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বর কনেকে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য দোয়া কামনা করেন।

উল্লেখ্য,বর মুনায়েদ আহমেদ সাংবাদিক হাবিব রহমানের ভাগ্নে।

মুনায়েদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

মৌলভী বাজারের অধিবাসী এবং বর্তমানে ব্রঙ্কসে বসবাসরত ইউনিসেফের সাবেক কর্মকর্তা জালাল আহমেদ এবং ফাতেমা আহমেদের একমাত্র পুত্র মুনায়েদ আহমেদের সাথে ঢাকার মরহুম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীনএবং রুবি সাহাবউদ্দীনের একমাত্র কন্যা, লন্ডনে বসবাসরত মুন জাহানের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের ডেলরে মেরিনা ব্যাংকুয়েট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।বর কনের আত্মীয় স্বজন সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বর কনেকে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য দোয়া কামনা করেন।

উল্লেখ্য,বর মুনায়েদ আহমেদ সাংবাদিক হাবিব রহমানের ভাগ্নে।

শুভ উদ্বোধন

সানম্যান-এর নতুন লোকেশন

29-13 36 Ave, Long Island city, NY-11106

sunman express
global money transfer

সানম্যান এক্সপ্রেস -এর এস্টোরিয়া ব্রাঞ্চের স্থান পরিবর্তন ও নতুন লোকেশনের শুভ উদ্বোধন করতে যাচ্ছি আমরা।

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করছি!



8th NOVEMBER| FRIDAY 2:00 PM

718-729-0600

বিনীত নিবেদকঃ

মাসুদ রানা তপন

প্রেসিডেন্ট ও সিইও, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস

বাংলাদেশ কনস্যুলেটরের সাথে ইউএসবিসিসিআই'র বৈঠক





নিউইয়র্কে বিজনেস এক্সপো ও বিনিয়োগ উদ্যোগ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বিজনেস এক্সপো ও বিনিয়োগ উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলটের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদার সাথে কৌশলগত বৈঠক করেছেন ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই') নেতৃবৃন্দরা।

এই বৈঠকে ইউএসবিসিসিআই সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ সহ বোর্ড সদস্য শেখ ফরহাদ, আহাদ আলী সিপিএ, ইসমাইল আহমেদ, মিলি এ ভূঁইয়া, রফিক খান এবং মোঃ বদরুদ্দুজা সাগর উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসানও বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের জন্য নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করা। এ ছাড়াও আগামী ২৩শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত আসন্ন ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২০২৪ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই এক্সপো অভিবাসী এবং সংখ্যালঘু-মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান এবং উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে মনোনিবেশ করবে। ইউএসবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেটের এই দৃঢ় সম্পর্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈঠকে নাজমুল হুদা ইউএসবিসিসিআই-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং কনস্যুলেটের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, "ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ধারাবাহিকভাবে মার্কেটের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে উন্নীত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়েছে। ইউএসবিসিসিআই-এর সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব এই উদ্যোগগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করবে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে।"

মিটিং থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ: দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা জোরদার করা: ইউএসবিসিসিআই এবং কনস্যুলেট উভয়েই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য একমত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, যা উভয় দেশের জন্যই পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করবে।

কনস্যুলেটে একটি বাণিজ্যিক অফিস স্থাপন: ইউএসবিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে কনস্যুলেটে একটি নিবেদিত বাণিজ্যিক অফিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। এই অফিসটি বাংলাদেশি বিনিয়োগ সুযোগের প্রচার এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদান করবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশে আগ্রহী মার্কিন ব্যবসার জন্যও এই অফিস একটি সহায়ক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে। ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২০২৪-এর উদ্যোগসমূহ: এক্সপোতে একটি বিস্তৃত প্রদর্শনী হল থাকবে যা ছোট ব্যবসা, উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সম্পদ, সরকারি সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেবে। এক্সপোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: প্রদর্শনী হল: বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। সরকারি ও সহায়ক সেবা: বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, প্রশংসাপত্র প্রোগ্রাম এবং অর্থায়নের উপর নির্দেশিকা প্রদান করবে।

প্যানেল আলোচনা ও উপস্থাপনা: শিল্প বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে আলোচনার আয়োজন থাকবে, যার মধ্যে এম্পায়ার স্টেট ডেভেলপমেন্টের সরকারি চুক্তি এবং গডইউ শংসাপত্র বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ: কনস্যুলেটের সহায়তায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি বিশেষ অধিবেশন।

বাংলাদেশি ব্যবসায়ী প্রবাসীদের ক্ষমতায়ন: ইউএসবিসিসিআই এবং কনস্যুলেট বাংলাদেশি ব্যবসায়ী প্রবাসীদের জন্য এই এক্সপোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে রূপ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে উদ্যোক্তা, ব্যবসার মালিক এবং পেশাদাররা প্রয়োজনীয় সম্পদ ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের সুযোগ পাবে।

ইউএসবিসিসিআই সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, "কনসাল জেনারেল হুদার সমর্থন আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্যকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য একটি প্রাণবন্ত এবং টেকসই অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে আমরা একত্রে কাজ করছি।"

ইউএসবিসিসিআই সম্পর্কে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই') যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রধান সংস্থা। ইউএসবিসিসিআই বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা এবং পেশাদারদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যা সহযোগিতা এবং সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইউএসবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে আরও ক্ষমতায়িত করে এবং ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ তৈরি করে। --প্রেস বিজ্ঞপ্তি



বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান







(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি । এসময় তিনি বলেন, আমরা আমাদের সাদ্যমত স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার চেষ্টা করেছি। সবার সহযোগিতায় সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে- এজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এরপর তিনি অফিসিয়ালী নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন। এসময় কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মোহাম্মদ এ হাকিম ও আহবাব চৌধুরী খোকন উপস্থিত ছিলেন।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিজয়ীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশরাফ আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, হারুন চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীর শহীদ সেহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি নির্বাচনের ফলাফলের অফিসিয়াল কপি 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ ও সদস্য সচিব তোফায়েল ইসলাম চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। এরপর বিজয়ী প্রার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের সদস্যরা সার্টিফিকেটগুলো বিজয়ীদের মাঝে তুলে দেন।

এদিকে নির্বাচন কমিশন অফিসিয়াল নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর 'সেলিম-আলী' প্যানেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এবারের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি পদক্ষেপ সুনিপুণভাবে পালন করেছে। এর ফলে নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, সুষ্ঠু এবং সবার আস্থাভাজন হয়েছে। নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এই নির্বাচনে সবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা ভবিষ্যতের জন্যও প্রেরণাদায়ক হয়ে থাকবে।

নিউইয়র্ক মহানগর আ. লীগের শহীদ নুর হোসেন দিবস পালন





নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ শহীদ নুর হোসেন দিবস পালন করেছে। গত ১০ নভেম্বর রবিবার যুবলীগনেতা শহীদ নুর হোসেন দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যায় ওজন পার্কের একটি রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান,বিশেষ অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী-লীগের সহসভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান ও প্রধানবক্তা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম।

সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং সকল শহীদদের স্মরনে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।বক্তব্য রাখেন শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়,বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম,মি-সবাহ আহমদ,দুরুদ মিয়া রনেল,জাকির হোসেন চৌধুরী অসীম,সৈয়দ কিবরিয়া,শাহনাজ মমতাজ,এন ইসলাম,দুলাল বিল্লাহ,সরয়ার হোসেন,শেখ শফিকুর রহমান,মোশাহিদ চৌধুরী,সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল প্রমূখ।

সবশেষে উপস্থিত সকলকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়। -- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এখন কোন পথে হাঁটবেন কমলা হ্যারিস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। হোয়াইট হাউস ও সিনেটের উচ্চক্ষক দখলে নিয়েছেন ট্রাম্প। এখন নিম্নকক্ষেও জয়ের পথে রয়েছেন দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া ট্রাম্প। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে কোন পথে হাঁটবেন কমলা।

ট্রাম্পের কাছে হারায় আগামী ৭২ দিনের মধ্যে হোয়াইট হাউস ও সিনেট ছাড়তে হবে কমলাকে। এ অবস্থায় কমলার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার কোন পথে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে কমলার পরিকল্পনা ঠিক কি? তিনি কি আগামী ২০২৮ নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেবেন?

সেটি হলে এ ব্যাপারে কমলার জন্য ভালো উদাহরণ হতে পারেন জন কেরি। ২০০৪ সালে জর্জ বুশের কাছে হেরে গেলেও পরবর্তীতে রাজনীতিতে লেগে থাকার সুফল পেয়েছিলেন তিনি। বারাক ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন কেরি।

কমলা এই মুহূর্তে জন কেরির পথ অনুসরণ করতে পারেন। তবে, রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে ফিরে আসা এবং আবার গতি তৈরি করা মিস হ্যারিসের জন্য সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের ডেমোক্র্যাট দাতা মার্ক বুয়েল কমলাকে নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'সবাই বিধ্বস্ত।'

এদিকে রিচি গ্রিনবার্গ, সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত একজন রিপাবলিকান ভাষ্যকার বলেছেন, মিসেস হ্যারিস তহবিল সংগ্রহের সমর্থন সুরক্ষিত করতে আরও একবার লড়াই করতে পারেন।

এটি যদি নাও হয়। তবে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে ভূমিকা রাখতে পারেন হ্যারিস। পার্টির একজন মুখপাত্র হিসেবে তার বেশ সুনাম রয়েছে। সেই সঙ্গে সংযোগ দক্ষতা। যা কাজে লাগাতে পারে তার দল।

বই লিখতে বা ফ্লিম বানাতে পারেন হ্যারিস

প্রাক্তন দু'জন ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী - হিলারি ক্লিনটন এবং আল গোর - প্রেসিডেন্ট পদে হেরে গিয়ে বই লেখা এবং অন্যান্য সাধনায় নিজেদের নিমগ্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মিস হ্যারিসও এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। ২০১৬ সালে ট্রাম্পের কাছে হেরে যাওয়ার পর হিলারি 'হোয়াট হ্যাপেনড' শিরোনামে একটি বই লেখেন, গোর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'অ্যান ইনকনভেনিয়েন্ট ট্রুথ' তৈরি করেছিলেন।

রাজনীতি থেকে দূরে সময় উপভোগ করতে পারেন

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভাইস-প্রেসিডেন্ট অফিস ছাড়তে হবে হ্যারিসকে। তখন রাজনীতিতে তার আর ফেরার ইচ্ছে না থাকলে সময়টাকে উপভোগ করতে পারেন তিনি। ঘুরে বেড়াতে পারেন। অথবা, চাইলে মিসেস ক্লিনটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন হ্যারিস। যিনি রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় ছিলেন না। বরং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। তবে এসব সত্ত্বেও দলের সঙ্গে তার একটি ভাল সম্পর্ক বজায় ছিল।



সাহিত্য সাময়িকী

ছলনা বিষয়ক কবিতা
ম ন জু র হ মা ন

ভেবেছিলাম দ্রোহের চেয়ে প্রেমের ভাষা ভালো
জোড়দেয়া এক দেহের সাথে ভিন্ন দেহের বাড়ি
বেশ তো, হোক পরিত্যাজ্য, জলজপাত্রের হাড়ি
কিছুকাল কী? অনেকটাকাল ভাষার ছিল আলো,
এখন সেসব ঝিমিয়েপড়া অন্ধকারের ভাষা
মন হরণের, অজ্ঞাত ভয়। ভয়ের মধ্যে আশা
এলোমেলো শ্রাবণ দিনে কীটপতঙ্গের শাঁস
স্বজন শোকে মরাবাঁচার ছিটকানো সব লাশ।

মনের ঢালে হারায় কৃষ্ণ, স্বরভঙ্গ পাড়ে
পড়ে আছে কৃষ্ণের চিঠি দেবীর ঢালের ধারে
ভাষার ডানা চক্ষু মেলে ডুবতে চাই না আর
বিলে ঝিলে জলজপোকা, দৌড়ানো ডুব সাঁতার
তার মানে ভেবোনা দেবী, হরেক দুঃখ আমার!
পাবে না আমাকে ভোগে-সম্ভোগে, অনমশহীন বাঁধার
যাহা ভেবেছি দ্রোহের চেয়ে নীলাঞ্চলই ভালো
তবু বলি– দেবীর ছলনা, আঁধারই চমকালো।

আপাত অনায়াসে, তবু
কা জী আ তী ক

আত্মশ্লাঘার অনুরূপ অভিব্যক্তি ভঙ্গিমায়
সে বসেছিলো আপাত অনায়াসে
অথচ বিষণ্ন ছুঁয়েছিলো তার গ্রীবার সৌকর্য.

তার উষ্মা রঞ্জিত চোখে অন্তর বিদীর্ণ ক্ষোভ,
যদিও অধরে উদ্ভাস আকর্ণ রেখেছিলো ধরে
তবে হাসিও কখনো যেমন কান্নার অভিরূপ
তার কাঁধ অসহায় ঝুঁকেছিলো বিপন্ন বোধে,

যেনো হৃদয়ে প্রোথিত তার অপ্রাপ্তির দাবদাহ,
হয়তো অনুভব গভীরে কেউ আজো আরাধ্য।

ল্যাংড়া দুপুরে
বী রে ন পা ল

ল্যাংড়া দুপুরে
স্কাই ড্রাইভিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলো
একদল ঘরছাড়া লোক
কীভাবে পাড়ি দেবে পদ্মার ওপারে
অথচ–
শহরের ওপাশেই অসামান্য এক
জলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে পার হলো নদী
উঠে গেলো পর্বত শিখরে ।
হতবাক–
তাবৎ পৃথিবী তাকিয়ে দেখলো
কতো সহজেই না নদী পাড়ি দেয়া যায় ।

অমল জলকণা
গা উ সু র র হ মা ন

জল থেকে পড়ে যাচ্ছি জলে
তোমার জলের আলোর তলে
এলোমেলো তারা দেখছি কেবল
ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছি
আনন্দ আর বিষাদের জন্ম জন্মান্তরে ।

রূপের মাধুরীর চির অন্ধকারে
প্রেমের কালো মহাসাগরে
ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছি
কতো রমণীর হাজারে ভোরে ।

জলের টানে চলছিতো চলছি
দূর থেকে দূরে ।
মৃত্যুহীন চিহ্নহীন অমল জলকণা যতো শক্তি
ও প্রেমে রমণী ঠিক তোমারই মতো ।

পৃথিবীর রঙ বদলে যায়
এই চ বি রি তা

পৃথিবীর রঙ বদলে যায়, নির্জনে হঠাৎ মেঘের ছায়ায়
সবুজ পাতায় ঝরে শিশির, তবু একা থেকে যায়
অশ্রুর বিস্তার।
পরাণের গভীরে চঞ্চলতা, ভাঙা সুরে খুঁজে নেবে কথা
অরণ্যে লুকানো প্রাচীন বেদনা, নীরবে বোবা গল্পের
চেনা ছন্দে লেখা।
আলোর আঁচলে মিশে যায় যত গোপন ভয়,
দিগন্তের কাছে এসে দাঁড়ায় দিনের পরিচয়।
তোমার চোখে দেখি সেই রঙের বদল,
নীল, কখনো কালো মেঘে ঘেরা পথচল।
পৃথিবীর রঙ বদলে যায় বারবার,
তবু পথ চলা চিরকাল অবিচল।

অদ্ভুত এবং বিদঘুটে সময়
আ ই না ল হ ক

সময়টা বড়ই অদ্ভুত এবং বিদঘুটে
অসীম শূন্যতার পেন্ডুলামে দোদুল্যমান মানবিক সম্প্রীতি
শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসাও প্রায় দেউলিয়ার পথে।
নৈঃশব্দের গাঙ্গে হঠাৎ জেগে ওঠে অভিমানী চর
গতিহীন হয় অদম্য অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান গতিপ্রকৃতি
বিশৃঙ্খলা সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সীমানা ব্যাপি
সভ্যতার ক্রমবিকাশে আমাদের অবদান কতটুকু?
মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব পিছিয়ে দেওয়ার মিছিলে শরিক হয়
ঐতিহ্যবাহী অতীত ক্রমশ হারিয়ে যায় কালের খেয়ায়।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ঐ বৈধতার সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue. Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@asholaw.com, Web: www.asholaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2. Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212. Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea NYSSCPA



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com

(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)। ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।

ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।

যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।

ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।

Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-

স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.

Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or

email: kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.

Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes ‹ mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.

প্রতারণা করবেন না প্রতারিত হবেন না

জাফর আহমাদ

আরবী গাস্‌সুন শব্দের অর্থ মানে প্রতারণা করা বা ধোঁকা দেয়া। ইসলামে ধোঁকা দেয়া বা প্রতারণা করা নিয়িদ্ধ। আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সা: বাজারে একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভেতর হাত প্রবেশ করে দেখলেন ভেতরের খাদ্যগুলো ভিজা বা নিম্নমান। এ অবস্থা দেখে রাসুল সা: বললেন, হে খাবারের মালিক এটা কি? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসুলুল্লাহ সা: বললেন, তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? "যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।"(মুসলিম:১০২, কিতাবুল ঈমান, বাবু কাউলিন নবী সা: মান গাসসানা ফা লাইসা মিন্না)

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ধোঁকা বা প্রতারণার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। বিভিন্নভাবে মানুষ ধোঁকা বা প্রতারণার শিকার হয়। মানুষের আচার-আচরণ, লেনদেন, আদান-প্রদান, কথা-বার্তা, কাজে-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষ প্রতারিত হয়। যারা ধোঁকা ও প্রতারণা করে তাদেরকে ধোঁকাবাজ বা প্রতারক বলা হয়। ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণা করা নিষিদ্ধ। বর্তমানে ধোঁকা ও প্রতারণা মহামারীর মতো অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রতারণা অনেকটা গা সহায় হয়ে পড়েছে অথবা বলা যেতে পারে এই মহা অন্যায়ের কাছে আমরা আত্মসমর্পন করেছি অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, প্রতারণা ও ধোঁকার সামনে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। ফলে এটিকে কেউ এখন অপরাধ মনে করে না। একটি নিছক সাধারণ বিষয় হিসাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। কারণ: শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইসলামের নামদারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং অনৈসলামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দু'জনের বিবেকই মরে গেছে। খাদ্যে ভেজাল ও বিষাক্ত ফরমালিন মেশানো, মাপে বা ওজনে কম দেয়া, বিভিন্ন পন্যের দোষ-ত্রুটি গোপণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা ন্যায় বিচারকে প্রভাবিত করা এবং আদালতের রায় নিজের পক্ষে নিয়ে নেয়া, সরকারী ডাক্তারদের কর্তব্যে অবহেলা করে নিজের প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগীকে নিয়ে যাওয়া, স্কুল শিক্ষক ক্লাশের পড়ার বদলে নিজের কোচিং বাণিজ্য করা, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সমাজে সাধারণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এগুলোকে এখন আর কেউ অপরাধ মনে করে না।

আপনার বিবেক যদি সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে আপনি কাউকে ধোঁকা দিতে পারেন না বা কারো সাথে প্রতারণা করতে পারবেন না। আপনি নিজেও কারো দ্বারা প্রতারিত হবেন না। যে কোন মানুষকে প্রতারিত করা এমন কি কোন অবুঝ প্রাণীকেও প্রতারিত করা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ধোঁকা-প্রতারণা করা একটি ঘৃণিত ব্যাধি। ইবনে উমার রা: হতে বর্ণিত। এক লোক নবী সা:-এর কাছে উল্লেখ করল যে, সে কেনা-বেচার সময় প্রতারিত হয়ে যায়। তিনি বললেন: যখন তুমি কেনা-বেচা করবে তখন বলবে (কোন) ধোঁকাবাজি নেই।(বুখারী:৬৯৬৪, ২১১৭, কিতাবুল হাইল, বাবু মা উনহা মিনাল খিদায়ে ফিল বুয়ু, আ:প্র:৬৪৮০, ইফা:৬৪৯৩)

ধোঁকা-প্রতারণা নীতি বিবর্জিত হারাম কাজ। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় বা প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম:১০২) তাই ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হারাম। এ ধরনের সম্পদ দিয়ে উদর পূর্তি করার কারণে তার শরীর হারামে পরিপুষ্ট হয়। এ ধরণের অর্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদকা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের সামাজিক জীবনে এমন অনেক ধোঁকাবাজ-প্রতারককে দেখা যায়, যারা দান-সদকার ব্যাপারে উদার হস্ত। মসজিদ-মাদরাসার কমিটিতে তিনি সভাপতি ও সম্পাদক পদে নিয়োজিত। মসজিদ-মাদরাসার নির্মাণ কাজে তার দানের অংশ সবচেয়ে বেশী। এ ধরণের ব্যক্তিদের দান-সদকা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধোঁকা-প্রতারণার শাস্তি অত্যন্ত মারাত্মক। কিয়ামতের দিনে সে নি:স্ব হত দরিদ্র ও দেউলিয়া হয়ে পড়বে। আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: তোমরা কি বলতে পারো, দরিদ্র কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম(টাকা-কড়ি) ও আসাবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই আসবে যে, সে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।(মুসলিম:৬৩৪৩, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তাহরিমিজ জুলুম)

অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করা হলে কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা হলে সেটি হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক অপহরণের অপরাধে অপরাধী হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। এ ধরণের অপরাধের গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। তবে সে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, হয়তো বা আল্লাহ মহান মাফ করতেও পারেন। হাশরের মাঠে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার আগেই আপনাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সমঝোতা করতে হবে। অন্যথায় উপরের হাদীসে দেখেছেন কিভাবে দেউলিয়া হতে হবে। ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হতে হবে।

ওজনে কম-বেশ করাও একটি মারত্মক ধোঁকাবাজি-প্রতারণা। যারা ওজনে কমবেশ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা লোকেদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজর করে দেয়, তখন কম করে দেয়। এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।"(সুরা মুতাফফিফীন:১-৬) ওজনে কম-বেশ করা এমন একটি গোনাহ যে, এই ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মহান আল্লাহ একজন নবী প্রেরণ করেন। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ হাশরে দাঁড়িপাল্লা কায়েম করবেন। সেখানে প্রত্যেকের আমলনামা মাপা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি কিয়ামতের দিন যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোন কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যতেষ্ট।"(সুরা আম্বিয়া:৪৭) সুতরাং মেপে দেবার সময় কমবেশ করবেন না। সঠিকভাবে মেপে দিবেন। কারো সাথে প্রতারণা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।"(সুরা বনি ইসরাইল:৩৫) অর্থাৎ সঠিক ওজনে মেপে দেয়া হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই কল্যাণ রয়েছে। দুনিয়ায় এর ফলে পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জন দুজনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায় উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

আরো মনে রাখতে হবে, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। সে-ই প্রথম হযরত আদম আ: এবং মা হাওয়ার আ: এর সাথে ধোঁকবাজি বা প্রতারণা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর সে কসম খেয়ে বললো, আমি তোমাদের যথার্থ কল্যাণকামী। এভাবে প্রতারণা করে সে তাদের দুজনকে ধীরে ধীরে নিজের পথে নিয়ে এলো।"(সুরা আরাফ:২১-২২) ধোঁকা যেহেতু একটি মিথ্যা। সেহেতু ধোঁকাবাজ বা প্রতারক একজন খাঁটি মিথ্যাবাদীও বটে। কারণ কাউকে ধোঁকা দিতে হলে অবশ্যই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উল্লেখ্য, মিথ্যাবাদী একজন খাঁটি মুনাফিক। কারণ মুনাফিকের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। (বুখারী:৩৪) রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, যার মধ্যে একটি গুণও পাওয়া যাবে সেও মুনাফিক। ধোঁকাবাজ শয়তানের প্ররাচনায় মানুষ ধোঁকায় নিপতিত হয়। এমনকি অনেকে এই জঘন্য কাজে স্বাদ খুঁজে পায়। অথচ রাসুল সা: এ ধরনের ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বহিস্কার করেছেন। শয়তানী এই বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে আসুন। কখনো কাউকে কোনভাবেই প্রতারিত করবেন না। সঠিক ও সৎকর্মনীতির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন।



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · السعودية SAUDIA · الاتحاد ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
Authorized IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082



উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হলেন তিনজন; দায়িত্ব পুর্নবণ্টন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে যুক্ত হলেন আরো তিনজন । রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নতুন উপদেষ্টাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্য উপদেষ্টারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ।

নতুন উপদেষ্টারা হলেন,ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিন, চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

নতুন তিন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব পুর্নবণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন দুজনকে তিনটি মন্ত্রণালয় এবং আগের দপ্তরবিহীন একজন উপদেষ্টাকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এ ছাড়া আরও ছয়জন উপদেষ্টার দপ্তর পুর্নবণ্টন করে রোববার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। নিজের হাতে থাকা দুটি মন্ত্রণালয় ছেড়ে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

নতুন উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিনকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত আলী ইমাম মজুমদারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা নিজের হাতে এতদিন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় রেখেছিলেন। সেখান থেকে তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ছেড়ে দিয়েছেন।

সালেহ উদ্দিন আহমেদের হাতে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ছিল। নতুন উপদেষ্টা বশির উদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় এখন শুধু অর্থ মন্ত্রণালয় সালেহ উদ্দিনের হাতে রইল।

ড. আসিফ নজরুলের হাতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছিল। তার কাছ থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়ে ফারুকীকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাসান আরিফের হাতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ছিল। তার হাত থেকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবার মন্ত্রণালয় নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার হাতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ছিল। আসিফকে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

শেখ বশির উদ্দিন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গোষ্ঠী আকিজবশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি সেখ আকিজ উদ্দিনের সন্তান। শেখ বশির উদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত 'আকিজ বশির গ্রুপ' বর্তমানে একটি বহুমুখী গ্রুপ হিসেবে ১৮টি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী চলচ্চিত্র নির্মাতা। কয়েক দশক ধরে তিনি চলচ্চিত্র, নাটক নির্মাণ করে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। মাহফুজ আলম প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সহকারী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



ইমিগ্রেশন ও আপনি

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে সাবিনা খানমের প্রশ্ন:

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি নিউইয়র্কে বসবাস করি এবং কয়েক বছর যাবত কাজ করি। আমার সাথে বাংলাদেশের একটি ছেলের সাথে অনলাইনে পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়। আমরা এখন দুজনেই বিয়ের কথা ভাবছি। আমি বাংলাদেশে গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু কিছু কারণে তখন আমরা বিয়ে করতে পারিনি। এখানে ফিরে আসার পর থেকে আমার কাজের ব্যস্ততা এবং মা-বাবার অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে বাংলাদেশে যাওয়াও সম্ভাব হচ্ছে না। এখন আমি এ ব্যাপারে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাকে কে-ওয়ান ভিসার জন্য আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আরেকজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সাথেও কথা বলেছি। তিনি আমাকে আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য গ্রীন কার্ডের আবেদনের পরামর্শ দিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত বলে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। কারণ আমি এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। এই বিভাগে এর আগে আমি আমার প্রশ্নের মাঝেই একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পড়েছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে কে-ওয়ান ভিসা কি গ্রীন কার্ড প্রক্রিয়াকরনের চেয়ে এটা দ্রুততর হয় কি? আবার আমার জানার বিষয় হচ্ছে কে-ওয়ান ভিসার খরচ কম কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

সাবিনা খানমের প্রশ্নের উত্তর:

আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে কে-ওয়ান ভিসার প্রক্রিয়াকরণ দ্রুততর হওয়া বিবাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিন কার্ড লাভের জন্য। তবে সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ার সময় পরিবর্তন সহজ হয়েছে। এখন দুটি কেসের ক্ষেত্রেই সময় প্রায় একই রকম লাগছে। অনেক সময় কোন কোন ক্ষেত্রে ফিয়াসে ভিসা কে-ওয়ান এর জন্য বেশি দীর্ঘ সময় লাগছে।

অবশ্য খরচের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ডের ব্যয় কে- ওয়ান ভিসার চেয়ে অধিক সাশ্রয়ী, স্পাউস অর্থাৎ স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে কে- ওয়ান ভিসার ব্যয় বেশি এবং ফিসও বেশি। কে- ওয়ান ভিসার মেয়াদ ৯০ দিনের জন্য। সে কারণে এ ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ৯০ দিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। কে-ওয়ান ভিসার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে এবং ব্যয় বহুল। এক্ষেত্রে ব্যয় এবং সময় বিবেচ্য হলে এদেশের বাইরে গিয়ে বিয়ে করতে সক্ষম হলে এবং স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারলে গ্রীন কার্ড ভিসা প্রক্রিয়া আপনার জন্য ভালো বিকল্প।

এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ বিশ্লেষকের সাথে পরামর্শ করুন এবং প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।



নিউইয়র্ক থেকে হাসান খান এর প্রশ্ন:

আমার আজকে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এসবি-আই রেসিডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র কি লাগবে?

হাসান খানের প্রশ্নের উত্তর:

এসবি-আই ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

রিটার্নিং রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নির্ণয়ের জন্য ডিএস-১১৭ ফরম পূরণ করতে হবে আবেদনের সঙ্গে। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড। ডিএস-১১৭ ফরম পূরণ করার পর পর্যালোচনা করে সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দেবে। তারপর যেসব তথ্য পত্র লাগবে:

(১) মূল পাসপোর্ট
(২) দুই কপি ছবি
(৩) মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট
(৪) প্রয়োজনে দূতাবাস অথবা কনসুলেট আরো কাগজপত্র চাইতে পারে।

উল্লেখ্য, রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস অনুমোদিত না হলে একই ভিত্তিতে এবং একই ক্যাটাগরিতে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য আবেদন করা যায়।

নভেম্বর ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৪ নভেম্বর এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিসআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে।

নভেম্বর ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্স:

প্রথম: (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা : অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা।

এ. (এফ ২এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান : জানুয়ারী ০১, ২০২২।

বি (এফ ২ বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী) পুত্র কন্যা: মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩): ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যা: এপ্রিল ১৫, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪): প্রাপ্তবয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাইবোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ ব্যাপারে পারিবারিক এবং চাকুরি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

এ বিভাগের মাধ্যমে আমরা সবসময় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি তা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।



শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় ঢুকতে পারেন অভিবাসীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'অভিবাসন নীতি' নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন অনেক অভিবাসী। নির্বাচনের পর রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সেই শঙ্কা এখন বাস্তব রূপ নিয়েছে।

কাগজপত্রবিহীন লাখ লাখ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমন ঘোষণার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন দেশটিতে বসবাসকারী অনেক প্রবাসী।

আর এ শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় ঢুকতে পারেন হাজার হাজার অভিবাসী এমনটি ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা। ফলে অভিবাসীদের ঢল ঠেকাতে ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে কানাডা পুলিশ।

রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের সার্জেন্ট চার্লেস পোয়োরিয়ার জানিয়েছেন, ট্রাম্প জিতলে কানাডায় অভিবাসীদের ঢল নামতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে গত কয়েক মাস আগে থেকেই তারা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন। ট্রাম্প যেহেতু নির্বাচিত হয়েছেন, তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার অভিবাসীকে কানাডায় ঢুকতে দেখা যেতে পারে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, আমরা কয়েকমাস আগে জানতাম আমাদের একটি সম্ভাব্য ঘটনার প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসে তাহলে অনেকে কানাডার দিকে আসবেন। ফলে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অভিবাসনপ্রত্যাশী ও অবৈধ অভিবাসীরা কিউবেক এবং কানাডায় দিকে আসতে পারে।

২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রথমবার যখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন, তার কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় প্রবেশ করেছিলেন। এবারও তেমনটিই দেখা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কানাডার বর্তমান অবস্থায় সরকারের একের পর এক অভিবাসন নীতির পরিবর্তনের মধ্যে নতুন চাপ তৈরি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসীরা। এটি দেশটির অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে।

কুইন্সে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আহত ৩

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুইন্সের সানি সাইডের ব্রুবার্ডের ৪৬ স্ট্রীটে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেশ কিছু পার্ক করা গাড়ির পের আছড়ে পড়ে। এ সময় বাসের চালকসহ দুই মহিলা যাত্রী আহত হয়েছেন।

পুলিশ বলছে, রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কিউ ৩২ লোকাল বাসটি সানিসাইডে কুইন্স ব্লু ভার্ড ৪৬তম স্ট্রিটে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৭ ট্রেন লাইনের নিচে পার্কিং এরিয়ায় ঢুকে পড়ে। এতে সেখানে পার্ক করে রাখা একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় বাস চালক ও দুই নারী যাত্রী আহত হোন। তাদেরকে এল্মহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পুলিশ বাস চালকের বরাত দিয়ে জানায়, বাসে থাকা ৫১ বছর বয়সী হুইল চেয়ার যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। বাস চলন্ত অবস্থায় চালক অসুস্থ ওই ব্যাক্তির প্রতি মনোযেগী হলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়।

'প্রফেসর ইউনূসের সহকর্মী হওয়াটা বেশ লোভনীয়'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩৭ মিনিটে বঙ্গভবনের দরবার হলে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ পাঠ করান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ। শপথ নেওয়ার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ফারুকী বলেন, এটা তো আমার জন্য এক ধরনের অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। কারণ আমি কখনোই কোনো পদ কিংবা চেয়ারে বসবো ভাবিনি। তবে প্রফেসর ইউনূসের সহকর্মী হওয়াটা বেশ লোভনীয়, যেখানে না বলাটা মুশকিল। আমি আশা করি, যে কয়দিন কাজ করবো কিছু পরিবর্তন হয়তো ঘটাতে পারব। সেটা যদি করতে পারি, তাহলে বুঝবো-যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সেটা সফল হয়েছে। সবশেষ ভক্ত ও সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে এই নির্মাতা বলেন, আমি যদি কোথাও কোনো ভুল করি, আশা করি আপনারা সেটা ধরিয়ে দেবেন। আমি সেটা খুশি মনেই গ্রহণ করব।

জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সাধারণ সম্পাদক সানী'র পদত্যাগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন জে মোল্লা সানী। ব্যক্তিগত কারণ জানিয়েই তিনি গত ২৮ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। তবে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকান্ডে তিনি সম্পৃক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে তার পদত্যাগের বিষয়ে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভায় আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ সম্পর্কে জে মোল্লা সানী ইউএনএ প্রতিনি-ধি-কে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৩টি মাস ব্যস্ত ছিলাম। এজন্য পরিবার ও নিজ ব্যবসায় সময় দিতে পারিনি। এমতাবস্থায় যথাযথভাবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাছাড়া দুই বছরের মতো সময় তো দায়িত্ব পালন করেছি এবং অনেক সফল অনুষ্ঠানও করেছি। সব ভেবে নিজ দায়িত্বেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং গত ২৮ অক্টোবর সভাপতিকে পদত্যাগের কথা জানিয়েছি।

সংগঠন প্রশ্নে তিনি বলেন, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রাণ। সংগঠনের জন্য নিবেদিত নেতা। এই সংগঠনে তার অনেক অবদান রয়েছে। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভলো এবং এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

এ ব্যাপারে সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের দৃষ্টি আর্কষন করলে তিনি বলেন, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে জে মোল্লা সানী পদত্যাগ করেছেন। বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। এখন এবিষয়ে অন্য কিছু বলার নেই, তবে তার পদত্যাগের বিষয়ে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভায় আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল ইতিপূর্বে পদত্যাগ করার পর ২০২২ সালের মাঝামাঝি জে মোল্লা সানী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

এদিকে জে মোল্লা সানী'র জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার পর স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তিনি এমন সময় পদত্যাগ করলেন যখন সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে শুধু ফ্রেন্ডস সোসাইটি নয় খোদ পুরো কমিউনিটি বিভক্ত। গত ২৭ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী দুই প্যানেলের মধ্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা সহ সংগঠনের অনেকেই নির্বাচিত 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জন্য কাজ করেছেন বা সমর্থক ছিলেন। অপরদিকে সদ্য পদত্যাগী সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী সহ অনেকেই সোসাইটির নির্বাচনে বিজিত 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের জন্য কাজ করেছেন বা সমর্থক ছিলেন। নির্বাচনে জয়-পরাজয় ঘিরেই জে মোল্লা সানী পদত্যাগ করলেন কিনা তাই এখন আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে সানী বা দেলোয়ার কোন মন্তব্য করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মনযোগ থাকবে ট্রাম্পের

প্রত্যাশা অর্থনীতিবিদদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শক্তিশালী অর্থনীতি গড়াই যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল লক্ষ্য। বিদেশী পণ্যেও উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের মাধ্যমে একদিকে শক্তিশালী অর্থনীতি গড়া। অপরদিকে মূল্যস্ফীতি কমানো ও নতুন জব মার্কেট খোলার দিকে বিশেষ মনোযোগ থাকবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, ট্রাম্পের নীতিমালা বিশ্ববাণিজ্যকে ওলটপালট করে দেবে।

ট্রাম্পের নির্বাচনপূর্ব র‍্যালীগুলোতে শক্তিশালী অর্থনীতির মাধ্যমে গ্রেট আমেরিকা গড়ার প্রতিশ্রুতি ছিলো । সেই প্রতিশ্রুতি তিনি কিভাবে পূরণ করবেন, তার একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

তারা বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য থাকবে শুল্কের মাধ্যমে শত শত কোটি ডলার আয় করা। তাঁদের মতে, চীনের মতো দেশগুলোকে তিনি লক্ষ্যবস্তু করবেন। সাবেক এই প্রেসিডেন্ট যেকোনো আমদানির ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে চান। আর চীনের পণ্যের ওপর তিনি চান ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে। অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন, মেক্সিকোতে তৈরি গাড়ির ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ইচ্ছা আছে তাঁর। এতে বিদেশ নির্ভরতা কমবে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়বে কর্মসংস্থান। পাশাপাশি তিনি মার্কিন কোম্পানিগুলোকে চাপ দেবেন, যাতে তারা তাদের উৎপাদন কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনে। শুল্ক বাড়ানোর পাশাপাশি ট্রাম্প কর হ্রাসের সুবিধা সম্প্রসারণ করা ও করপোরেট আয়কর আরও কমাতে চাইছেন। তবে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বহাল থাকবে কি-না, সে বিষয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের বার্নার্ড ইয়ারোস ধারণা করছেন, ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট থাকার মেয়াদে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে অর্থনীতি বিশ্লেষকদের মতে, বাণিজ্যে গতি বাড়বে। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হলে বার্ষিক ৫০ হাজার কোটি ডলার বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে। এক বছরের মধ্যে জ্বালানি খাতের খরচ অর্ধেকে নামিয়ে এনে, ট্রাম্প মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ নিবেন বলে মনে করেন অর্থনীতির বিশ্লেষকরা। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশ থেকে কৃষিপণ্যের আমদানি কমিয়ে দেশেই কম খরচে খাদ্য উৎপাদন করতে চান।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

থমকে গেল কমলার নেত্য!

কখনই গত নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেয়নি। ডে ওয়ান থেকে প্রচারণা চালিয়ে গেছে। '২০এর নির্বাচনে তাকে হারাতে বাইডেনের ঘাম ছুটে গেছে। সুইং স্টেটগুলোয় একেবারেই অল্প ব্যবধানে জয় পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হিলারির মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের মহিলাকে তিরিশ লক্ষ পপুলার ভোট বেশী পাওয়ার পরও যে লোক হারিয়ে দিয়েছে, সেই তাকে মোকাবিলা করার জন্য নির্বাচন করা হলো ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রায় নবীন এক নারীকে। যিনি কি না ইমিগ্রান্ট পিতামাতার সন্তান। না কালো না সাদা। কমলা চার বছর বাইডেনের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকেছেন। এ সময়কালে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা বা পারফরমেন্স দেখাতে পারেননি যে তাকে বাইডেন থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ ছিল। ডিএনসি বা ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটিও এই প্রস্তাব নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলো না। ম নোনয়ন দি য়ে দি লো। আমার কাছে প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল তারা বুঝি এ টার্মটা রিপাবলিকানদের হাতে ছেড়ে দেবার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে। একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট, তার ওপর কট্টরপন্থী, হোয়াইট আমেরিকানদের আভিজাত্য-হোয়াইট সুপ্রিমেসির প্রতিভূ, কথার তুবড়ি ফোটাতে ওস্তাদ, সত্য মিথ্যা মিলিয়ে মানুষকে ভোলাতে পারঙ্গম, এইরকম একজন ডাঁকসাইটে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হলো এমন এক নবীন প্রার্থীকে যিনি প্রচারণার জন্য সময় পেলেন মাত্র তিন মাস! তার ওপর নানা কারনে মানুষ যার দলের ওপর অসন্তুষ্ট!

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় এক অদ্ভূত ব্যবস্থায়। এখানে সারা দেশের পপুলার ভোটে কারও জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় না। রাজ্যওয়ারী ইলেক্টরাল কলেজ আছে। যে রাজ্যে যিনি জেতেন সেই রাজ্যের যতগুলো ইলেক্টরাল কলেজ ভোট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবগুলো তিনি পেয়ে যান। এভাবে মোট ৫৩৮ ভোটের মধ্যে যিনি ২৭০টা পান তিনি প্রেসিডেন্ট হন। এখানে আবার এই ইলেক্টরাল কলেজের ভোটার যারা, তাদের কোন ভুমিকা বা পছন্দ অপছন্দ নাই। একটা রাজ্যে যদি ১০জন ইলেক্টরাল কলেজ ভোটার থাকেন, তাদের যিনি যে দলেরই হন না কেন- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পপুলার ভোটে যে দলের প্রার্থী জিতবে তাদের সবার ভোট অটোমেটিকালি তার পক্ষে চলে যাবে। মজার ব্যপার হচ্ছে, ৫০টা রাজ্যের মধ্যে আবহমান কাল ধরে ৪৩টা দুই দলের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। নির্বাচনের আগেই লাল নীল হিসেবে ভাগ করা থাকে। ডেমোক্রাটিক পার্টির রং নীল রিপাবলিকানদের লাল। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয় নীল রাজ্যগুলোকে অবধারিতভাবে ডেমোর প্রার্থী জিতবে, লালে রিপাবলিকান। বাস্তবিকে হয়ও তাই। বাকি যে ৭ রাজ্য- আসলে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনটা হয় এখানে। এগুলোকে বলা হয় সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান রাজ্য। কোন প্রার্থীকে ৪৩টা রাজ্যে না ঘুড়ে ওই সাতটাতে ক্যাম্পেইন চালালেও চলে। এখানে ইলেক্টরাল কলেজ ভোট ৯৩টা। এই ভোটেই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়।

হিলারির সাথে নির্বাচনে ট্রাম্প সাত রাজ্যে জিতেছিলেন। '২০এ বাইডেন সামান্য ব্যবধানে ট্রাম্পকে হারান। এবার ট্রাম্প তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। জিতে যান। এখানে কথা হচ্ছে, কমলা কেন গত নির্বাচনে বাইডেনের জেতা এই রাজ্যগুলো ধরে রাখতে পারলেন না। ৭টার মধ্যে ৬টাতেই হেরেছেন। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি: প্রথমত: ইয়ং জেনারেশন বা নতুন ভোটার বিশেষ করে যারা উদারনৈতিক এবং গনতন্ত্রী তাদের একটা অংশ বাইডেন প্রশাসনের কিছু কর্মকান্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কমলাকে ভোট দেয়নি। মুসলিম ভোট যারা বরাবর ডেমোক্রাটদের পক্ষে থাকে গাজায় গনহত্যা ইস্যুতে বাইডেনের ভুমিকার কারনে এবার ডে মোক্রাট দেরকে পরিত্যাগ করেছে। অনেকেই ভোট দিতে যায়নি, বেশসংখ্যক ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে। ছাত্রদের একটা বড় অংশ গাজা গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল। বাইডেন প্রশাসন এদের প্রতি কঠোর দমন পীড়ন চালায়। অনেককে আটক করে, মামলা দেয়। অনেক ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়। এসব কারনে সাধারন ছাত্রদের একটা বড় অংশ এবার কমলাকে ভোট না দিয়ে বাইডেনকে একটা জবাব দিয়েছে। দ্বিতীয়ত: ইমিগ্রেশন ইস্যু ইউক্রেন যুদ্ধে বাইডেনের ভুমিকা অর্থনীতি- ইত্যাদী ইস্যুতে অনেক দোদুল্যমান ভোটার শেষ মূহুর্তে ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে। কমলা শহরের ভোটারদেরকে কিছুটা আকৃষ্ট করতে পারলেও মফস্বল এলাকা বা গ্রামীন ভোটারদেরকে কাছে টানতে পারেননি। কমলা যে ভোটগুলো পেয়েছেন একেবারেই ডেমোক্রাট ভোট। এর বাইরে কোন ভোট তিনি পাননি। তৃতীয়ত: একজন সাবেক প্রেসিডেন্টকে মামলার জালে ফেলে টানাহ্যাচড়া করা জেল জরিমানা দেওয়া, একাধিকবার হত্যাচেষ্টা- এসব কারনেও অনেক আমেরিকান ট্রাম্পের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে পড়েছিলো।

কমলা হেরে গেছেন। আশা করি ডেমোরা এ থেকে একটা বড় শিক্ষা লাভ করবেন। তবে সবার জন্য যে শিক্ষাটা হয়ে রইলো- ভবিষ্যতে কোন দলই আর কখনও কোন নারীকে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করাবে না!

এক স্লিপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের পরিবারের আত্নীয়-স্বজনরা আজ একত্র হয়ে লাঞ্চ করলাম। শুনে ভালো লাগলো। উপলব্ধি করলাম 'টাইম ইজ মানি'র দেশে সময়ের অভাবে অনেকের দেখা-সাক্ষাৎও হচ্ছে না। একত্র হতে বেছে নিতে হচ্ছে উইকেন্ডের লাঞ্চ আড্ডা'র। ভালো লাগলো পারিবারিক বন্ধন দেখে। প্রবাসে এমনটই তো চাই।

১১ নভেম্বর ২০২৪

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
● INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
● BUSINESS TAX RETURN
● NON-PROFIT TAX RETURN
● ACCOUNTING & BOOKKEEPING
● RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
● TAX RESOLUTION SPECIALIST
● ISLAMIC HOME FINANCING
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET


এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি
Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
> Primary Care > Annual Exam > Physical Checkup > TLC Test > Diabetes > Immigration > Cholesterol > EKG > > Spiro > PAP Smear > Pregnancy Test > Allergies > TB Test > Vaccinations > Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.


SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দূর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্লুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

শাহজালাল বিমানবন্দরে চালু হলো ‘প্রবাসী লাউঞ্জ’

প্রবাসীদের জন্য রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ‘প্রবাসী লাউঞ্জ’ চালু করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল সোমবার সকালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে তাঁরা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, এই লাউঞ্জ তাঁদের ভ্রমণ সহজ করবে।’

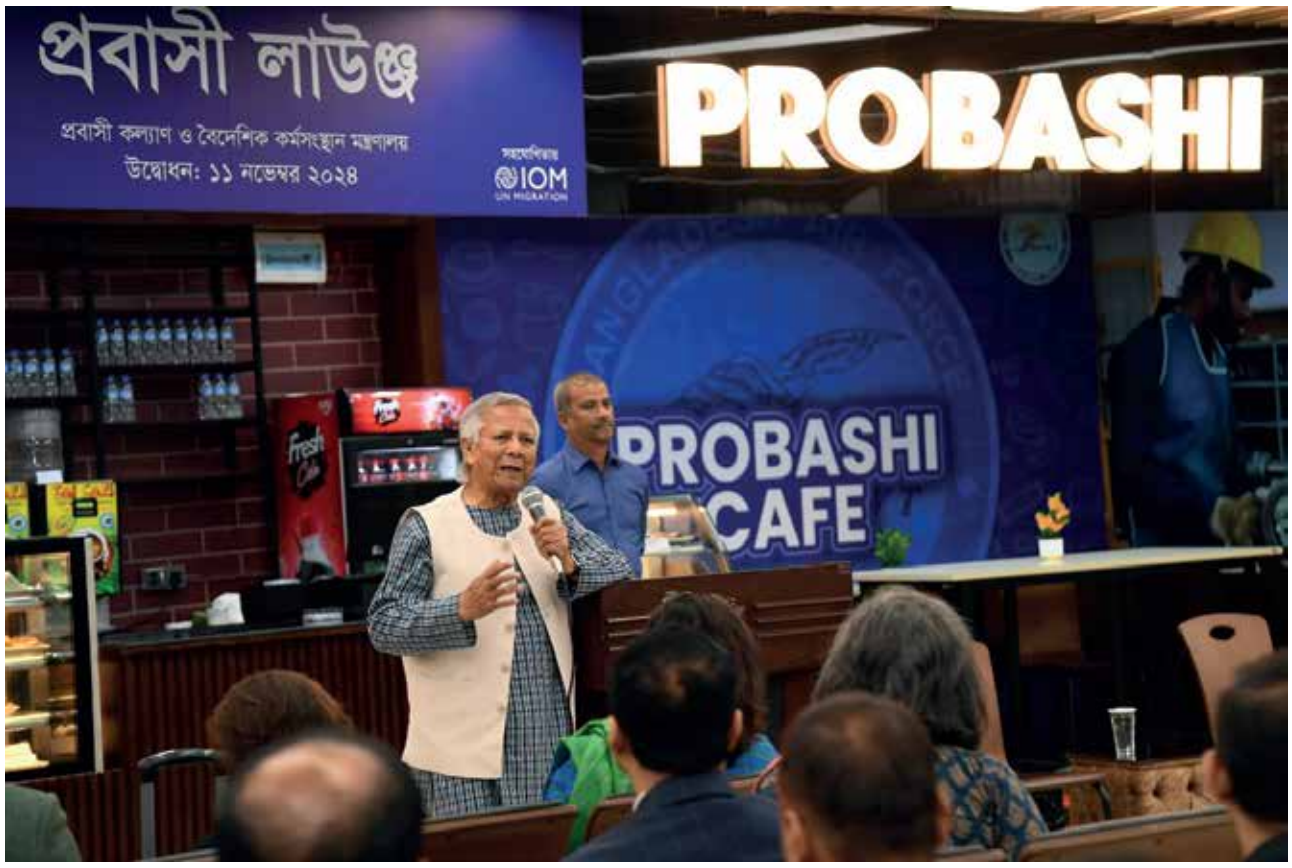
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে এটিই প্রথম প্রবাসী লাউঞ্জ। এখানে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য জায়গা এবং সুলভ মূল্যে খাবার পাওয়া যাবে। সুলভ মূল্যে খাবার পরিবেশনের জন্য এতে ভর্তুকি দেবে সরকার।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত আইওএম মিশনের ডেপুটি চিফ ফাতিমা নুসরাত গাজালি জানান, জাতিসংঘ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তা করতে লাউঞ্জটিকে স্পনসর করেছে। তিনি বলেন, ‘এটি প্রধান উপদেষ্টার একটি উদ্যোগ। আমরা এই উদ্যোগকে সমর্থন করতে পেরে আনন্দিত। এ ছাড়া, বিমানবন্দরে

অভিবাসীদের সাহায্য করার জন্য আইওএম প্রায় ১০০ স্বেচ্ছাসেবককে স্পনসর করছে।’

অনুষ্ঠানে আইন ও প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ৫ অক্টোবর অধ্যাপক আসিফ নজরুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জ হবে। তাতে প্রবাসীদের ‘যন্ত্রণা লাঘব হবে’ আশা প্রকাশ করে উপদেষ্টা বলেছিলেন, ‘তাঁদের সঙ্গে এসকর্ট করে একজন যাবে। প্লেনে ওঠার আগপর্যন্ত প্রতিটা স্তরে তাঁদের সঙ্গে মানুষ থাকবে। এটা তাঁদের প্রতি কোনো উদারতা না, এটা হচ্ছে তাঁদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা।’



মাঠেই নামতে পারেনি আ. লীগ



বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীদের অবস্থান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের গেটেই দেখা গেল বিএনপি নেতাকর্মীদের অবস্থান। তাই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিন মাস পর নূর হোসেন দিবসে বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দিয়েও এদিন মাঠে নামতে পারেনি আওয়ামী লীগ।

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সেখানে আসলেও তাদের মারধরের শিকার হতে হয় বিএনপি নেতাকর্মীদের হাতে।

মারধরের শিকার এমন কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে আটক করে নিয়ে যেতেও দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে।

রোববার সকাল থেকেই গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ও জিরো পয়েন্ট এলাকায় হকিস্টিক, ক্রিকেট খেলার স্টাম্প, লাঠিসোঁটা-সহ মিছিল শোডাউন ও মিছিল করতে দেখা যায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের।

আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ শনিবার তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে নূর হোসেন দিবসে কর্মসূচি পালনে দলীয় নেতাকর্মীদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়।

এরপরই তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-সহ আওয়ামী লীগ-বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন।

শনিবার রাত থেকে জিরো পয়েন্টের নূর হোসেন চত্বরে অবস্থান নেওয়ার পর রোববার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সংগঠনটি গণজমায়েত কর্মসূচি পালন করে।

এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, "আওয়ামী লীগ গণহত্যার সাথে যারা জড়িত, যতদিন তাদের বিচার নিশ্চিত না হবে ততদিন দলটির জনসম্মুখে আসার কোনো অধিকার নেই।"

এদিকে নূর হোসেন দিবসে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট চত্বরে ফুল দিতে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

তাদেরও কেউ কেউ এসময় গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগের বিচার ও রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের নিষিদ্ধের দাবিও জানায়।

আওয়ামী লীগ সন্দেহে মারধর

গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যখন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করছিল তখন কিছুক্ষণ পরপরই হৈচৈ ও জটলা দেখা যায়।

দুপুর আড়াইটা। হঠাৎই পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তি সেখানে আসলে বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকে মারধর করতে শুরু করে।

তখন তিনি নিজেকে বিএনপি সমর্থক বলে দাবি করেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত বিএনপির কয়েকজন তাকে আওয়ামী লীগের কর্মী বলে মারধর শুরু করে।

ওই ব্যক্তির মোবাইল ফোনটিও চেক করা হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ সদস্যরা।

ঠিক তার কয়েক মিনিটের মাথায় সেখানে যুব মহিলা লীগের এক কর্মীকে ধাওয়া দেয় বিএনপির কয়েকজন নারী কর্মী। সেখানে বিপ্লবী নামে ওই বিএনপি কর্মীও ছিলেন।

নিজেকে বাঁচাতে যুব মহিলা লীগের ওই কর্মী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের দোকানে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলে তাকে ধরে এনে পুলিশে দেওয়া হয়।

একই সময় ঠিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিক সামনে থেকে আরেক নারী কর্মীকে মারধর করে পুলিশে দেয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

এর আগে সকালে ওই এলাকায় জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন মারধরের শিকার হয়েছেন বলে স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার জানিয়েছে।

বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের গেটে দুইজনকে মারধর করা হয়। তাদের একজন গলায় প্রেস লেখা কার্ডও ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তার কাছে পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলেও কিছু জানাননি তিনি।

তবে এদিন আওয়ামী লীগের আরো দুয়েকজন নেতাকে 'প্রেস' লেখা কার্ড ও মুখে মাস্ক দিয়ে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থান করতে দেখা গেছে। কিন্তু তারা কোনও ধরনের মিছিল বা স্লোগানে অংশ নেয়নি।

শনিবার রাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি-সহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়েছিল।

তবে রোববার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যাদের আওয়ামী লীগ সন্দেহে মারধর ও আটক করা হয়েছে তাদের কারো হাতে এধরনের কোন ছবি বা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়নি।-- সূত্র বিবিসি বাংলা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের অবস্থান

শনিবার আওয়ামী লীগ নূর হোসেন দিবসে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণার পর ওইদিন রাতেই তা প্রতিহত করতে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট এলাকায় গণজমায়েতের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর আগে শনিবার রাত থেকেই তারা ওই এলাকায় অবস্থান নেয়।

রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে 'ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চ'-র ব্যানারে অনুষ্ঠান শুরু করে সংগঠনটি।

সেখান থেকে সংগঠনটির নেতারা আওয়ামী লীগের বিচার ও তাদের রাজনীতি বন্ধে সরকারের কাছে দাবিও জানায়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও সমন্বয়ক সারজিস আলম এসময় বলেন, "রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে"।

তিনি বলেন, এখন কেউ কেউ বিগত ১৬ বছরের দু:শাসনকে ভুলে গত ৩ মাসের পেছনে লেগেছে। গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকারও আহবান জানান তিনি।

এই গণজমায়েত কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ছাড়াও গণঅভ্যুত্থানে আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, "আওয়ামী লীগ ফিরবে, অবশ্যই ফিরবে, তবে, সেটি হচ্ছে বিচারের জন্য, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলার জন্য। গণহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজনীতি করতে পারবে না।"

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা

এই কর্মসূচি ঘিরে ওই এলাকায় বেশ তৎপর ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও।

সকালে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টের দিকে যেতেই সচিবালয়ের সামনে চোখে পড়ে সেনাবাহিনীর দুটি এপিসি গাড়ি ও তল্লাশি চৌকি।

সামনে এগিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখা যায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের কড়া পাহারা।

কিছুক্ষণ পরপর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির টহল টিমের টহলও লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ও গুলিস্তানের বিভিন্ন পয়েন্টে সেনাবাহিনীর সদস্যদের একেকটি দলকে টহল দিতে দেখা যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই এলাকায় আওয়ামী লীগ সন্দেহে যারাই মারধরের শিকার হয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করতে বেশ তৎপর ছিল পুলিশ।

এর মধ্যেই সকাল থেকে জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন চত্বরে ফুল দিতে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সেখানে ফুল দিয়ে তাদের অনেককেই আওয়ামী লীগ বিরোধী শ্লোগান দিতেও দেখা যায়।

এই এলাকা ঘিরে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্র শিবির, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন।



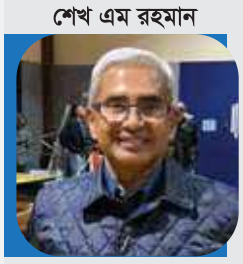
সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

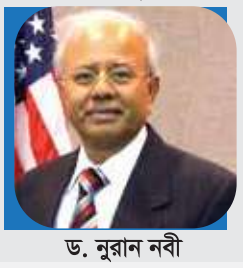
বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ০৮ : সোমবার, কার্তিক ২৬ ১৪৩১ / জমাদিউল আউয়াল ৯, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 08, November 11, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.


শেখ এম রহমান


নাবিলা ইসলাম


মাসুদুর রহমান


আবুল খান


ড. নুরান নবী


নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে জয়ী ৬ বাংলাদেশির চমক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন রেকর্ড গড়ে বিজয়ী হয়ে চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাঁচজন জনপ্রতিনিধি। এদের মধ্যে একজন মুসলিম নারীসহ তিনজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং হাউস অব স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে একজন ও কাউন্সিম্যান হিসেবে একজন নির্বাচিত।

তাঁরা হলেন, জর্জিয়া স্টেট সিনেটর পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী শেখ এম রহমান, একই স্টেটের অপর ডিস্ট্রিক্ট থেকে সিনেটর নাবিলা ইসলাম, কানেকটিকাট স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমান এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল খান এবং নিউজার্সি প্লেইন্স বরো টাউনশিপ থেকে কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী ও নিউজার্সির প্রসপ্যাক্ট শহরের কাউন্সিলম্যান নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম।

টানা চতুর্থবার সিনেটর হলেন শেখ এম রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে চতুর্থবারের মতো বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ এম রহমান।

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম



সুরতহাল

থমকে গেল কমলার নেত্য!

কমলা হ্যারিসের এই বিপত্তির জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। প্রবল বিরোধীতার মুখে যেভাবে নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলেন এবং সাথেসাথে কমলা হ্যারিসের নাম প্রস্তাব করে বসলেন, তখনই খটকা লেগেছিল ভদ্রলোক তাকে জোর করে বসিয়ে দেওয়ার কোন প্রতিশোধ নিতে চাইছেন কিনা! কোন বিবেচনায় এই ভদ্রমহিলার নাম ঘোষণা করলেন সেটা পার্টির অনেকেই বুঝতে পারলো না। ওবামা অবশ্য তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায়ই বলেছিলেন কমলা পাশ করতে পারবে না। রং চয়েজ। তাকে এন্ডোর্সই করতে চান নাই। প্রথমত: ট্রাম্প একজন ঘাগু মাল। চার বছর প্রেসিডেন্সি চালিয়ে এসেছে। পরের চার বছর নানা কারনে সব সময় আলোচনায় থেকেছে।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

জমি দখলের পায়তারা: সংবাদ সম্মেলনে ন্যায় বিচার কামনা

নিউইয়র্কে মরহুম আলহাজ বশির আলী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক প্রবাসী, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার ক্রীড়ামোদী পরিবারের জমি দখলের পায়তারা এবং তথা কথিত আয়না ঘরের নামে টর্চার সেলের মিথ্যাচার করে পরিবারের সম্মানহানীর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ন্যায় বিচার কামনা করা হয়েছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে মরহুম আলহাজ বশির আলী পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন, মরহুমের পুত্র, দেশের সাবেক সহকারী এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্য এডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু।



বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অভিবাসীদের অনুপস্থিতির বড় প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে পড়বে বলে শংকা প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা। উৎপাদনশীলতা কমার পাশাপাশি, সক্ষম লোকের সংখ্যাও আশংকাজনকভাবে কমবে বলে মনে করেন তারা। অর্থনীতিবিদ ও অভিবাসনপন্থী গোষ্ঠী দাবি জানিয়েছে, অর্থ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে অভিবাসন দরকার, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হোক। সদ্য বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের পূর্বে ও পরে নথিবিহীন অবৈধ

অভিবাসীদের অনুপস্থিতি



অভিবাসীদেরকে ফেরত পাঠানোর কথা বলেছেন।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিক হাসান প্রভাব নিয়ে

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে অভিবাসীদের ডেবিট কার্ড প্রোগ্রাম বন্ধ ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অভিবাসীদের জন্য বিতর্কিত ডেবিট কার্ড প্রোগ্রাম শেষ করার ঘোষণা করেছে নিউইর্য়ক সিটি কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সিটি হলের মুখপাত্র এ কথা জানান। এতোদিন এই পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে, তালিকাভুক্ত হোটেলগুলোতে থাকা অভিবাসীরা তাদের নিজেদের খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে প্রি-পেইড কার্ড ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে করে ২৬০০ অভিবাসীর জন্য প্রায় ৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। এবার খরচ কমাতে মেয়র এরিক অ্যাডামস এর অফিস থেকে জানানো হয়েছে আগামী বছর ++++থেকে অভিবাসীদের জন্য বক্সযুক্ত খাবার সরবরাহ করার কার্যক্রম পুনরায় চালু করবেন।



মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেন দেলোয়ার হোসাইন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনার) ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসাইন। আগামী ২০২৫-২০২৬ সাংগঠনিক সেশনের জন্য এই পদে নির্বাচিত হন তিনি। মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এক বার্তায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন দেলোয়ার

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

এস্টোরিয়ায় "সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের" নতুন শাখার উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের সুপরিচিত ও বিশ্বস্ত মানি ট্রান্সফার এজেন্সি "সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের" নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির এস্টোরিয়াস্থ ২৯-১৩, ৩৬ অ্যাভিনিউয়ে।

শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে "সানম্যান গ্লোবালের" নতুন শাখার উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটরের ফার্স্ট কনসাল জেনারেল মো. আনিসুজ্জামান। দোয়া পরিচালনা করেন ৩৬ স্ট্রীটের আল আমিন মসজিদের খতিব মাওলানা লুৎফুর রহমান।

এ সময় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ০০

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে এখন বাংলাদেশীদের রাজত্ব। বিশেষ করে সাতফিন বুলেভার্ড থেকে শুরু করে ১৮৮ স্ট্রীট পর্যন্ত প্রায় সব রকমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বাংলাদেশী-আমেরিকান। রোববার (১০ নভেম্বর) দুপুরের দিকে অফিসের পথে সিটি বাসের অপেক্ষায় ঘরোয়া রেষ্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম আশপাশের বেশ কয়েকটি রেষ্টুরেন্টে বেশ ভীড়। একটি রেষ্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়ে আসলেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সহ একদল বাংলাদেশী। তাদের একজন একটু এগিয়ে এসে সালাম জানিয়ে কশলাদী জিজ্ঞেস করলেন- কেমন চলছে সাংবাদিকতা। তিনি নিয়মিত আমার নিউজ পড়েন, অনুষ্ঠান দেখেন। বললাম ভালো। আরো জানালেন-

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটির নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ ডিসেম্বরে

'সেলিম-আলী' প্যানেলকে কমিউনিটির শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। দ্বি-বার্ষিক নতুন কমিটির মেয়াদকাল হবে ২০২৫-২০২৬ এবং নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ ২০২৫ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে সোসাইটির সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের দায়িত্বকাল শুরু হবে। সোসাইটি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা করেছে। অপরদিকে নির্বাচনের পর থেকে কমিউনিটির সর্বত্রই ফুলেল

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনে বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার (৬

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র নির্বাচন-২০২৪

নভেম্বর) বিকের সোসাইটি অফিসে

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com